গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭
www.lged.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.০২.০০০০.৮২৬.২৫.০০২.১৭-৬৭২ তারিখঃ ২২/০৭/২০২০ইং

বিষয়ঃ জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে স্কীম গ্রহণ ও বাছাই কার্যক্রমের PRA Workshop budget প্রেরণ প্রসংগে।

উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচেছ যে, জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে বাস্তবায়নযোগ্য স্কীমের প্রস্তাব গ্রহণ ও উহা বাছাইয়ের লক্ষ্যে স্ব-স্ব উপজেলাস্থ অতি Climate Vulnerable ইউনিয়নগুলিতে (সর্বমোট ইউনিয়নের সংখ্যার ৬০%) PRA Workshop পরিচালনার বিশেষ প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, CRRIP প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট FSU এর Training & Livelihood Consultant (TLC) কে সম্পৃক্তকরে এতদ্‌সংগে সংযুক্ত PRA Workshop বাজেট ছক অনুযায়ী তাঁর উপজেলার সর্বমোট চাহিদা এবং Workshop সমূহ পরিচালনার সম্ভাব্য Time schedule নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ PRA Budget format 01 Copy.

22/7/2020

(মোঃ আনিসুল ওহাব খান)
প্রকল্প পরিচালক
ফোনঃ ৯১১৫০৭৩
ই-মেইল: anisulwahabkhan@yahoo.com

প্রতি

উপজেলা প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলাঃ ----------------------
জেলাঃ -------------------------

অনুলিপিঃ

১। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জেলাঃ গোপালগঞ্জ/ফরিদপুর/বরিশাল/ঝালকাঠী/পটুয়াখালী/বরগুনা।
২। প্রকল্প সমন্বয়কারী, সিআরআরআইপি, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩। FEC/TLC/AGIGAC, CRRIP, FSU, LGED, Dist-Gopalgonj/Barisal/Patuakhali.
৪। LCSC/JFEC, CRRIP, LGED, Upazila: ------------------- Dist:----------------------.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং

নং- ২০.৩৪৭.০১৪.০১.০১.০৬০.২০১৬-১৫

তারিখঃ ০৭-০৭-২০১৯

বিষয়ঃ ''জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো''- শীর্ষক প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ।

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাংলাদেশ সরকার ও DANIDA অনুদানে বাস্তবায়নাধীন **''জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো''**-শীর্ষক প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মূল্যায়ন প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযোজনীঃ প্রতিবেদন ০১ প্রস্থ।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সচিবের দপ্তর
১) অতিরিক্ত সচিব
২) মহাপরিচালক
৩) যুগ্ম-সচিব
৪) যুগ্ম-প্রধান
১) প্রশাসন
২) উন্নয়ন
৩) নগর উন্নয়ন
৪) পানি
৫) আইন
ডাইরি নং
স্বাক্ষর

(মোঃ আব্দুল জব্বার)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯১১৭০৭৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬। প্রকল্প পরিচালক, ''জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো''-শীর্ষক প্রকল্প, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ
১। সদস্য (কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান) মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
২। প্রধান (কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩। যুগ্ম-প্রধান (পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

উপ-প্রধান-১/২/৩
পরিকল্পনা শাখা-১/২/৩/৪
নম্বর
তারিখ

স্থানীয় সরকার বিভাগ
২০১৯/২০
১০২৪

Md. Abdul Wahab Khan
Project Director
CRRIP
LGED, Dhaka.

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন

"জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো" শীর্ষক প্রকল্পের

মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন

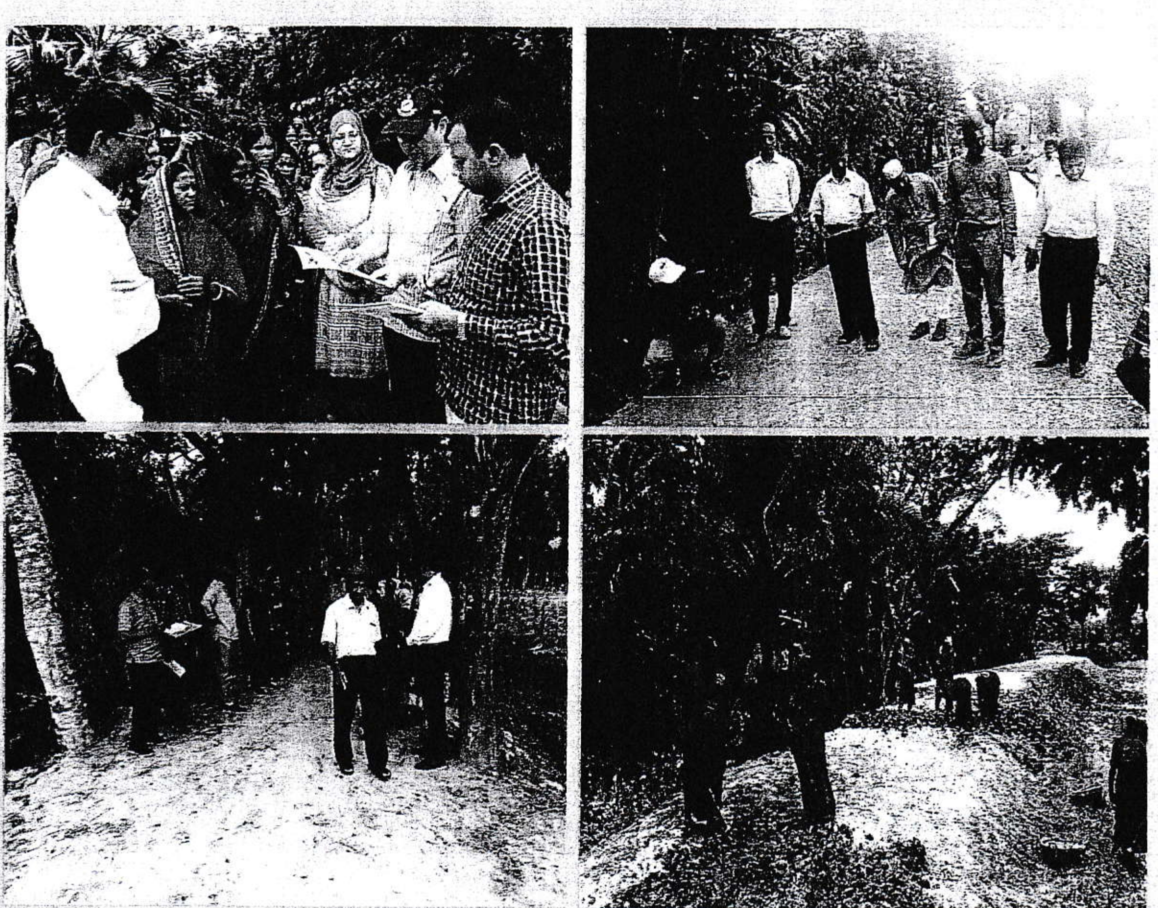

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ

পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।

জুন ২০১৯

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

-40-

অবতরণিকা

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের উন্নয়ন ভাবনায় সামগ্রীক অর্থনৈতিক মুক্তি ও দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উক্ত পরিকল্পনায় বিধৃত উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ জনকল্যাণমুখী ও বাস্তবসম্মত করার প্রয়াসে সমগ্র দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম ১৭টি অর্থনৈতিক সেক্টরে বিভাজনের মাধ্যমে এ সকল সেক্টরে প্রকল্প গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদিত এ সব প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করে থাকে।

'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র (এডিপি) অধীনে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অনুমোদিত কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সফলভাবে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে যথাযথ মূল্যায়নের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এরই ধারাবাহিকতায় উদ্যোগী মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব প্রকল্পসমূহ এবং সরকারের কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) নিয়মিত এ সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। অন্যদিকে পরিকল্পনা কমিশনের ৪টি সেক্টর ডিভিশন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন অনুমোদন করে থাকে। চলমান প্রকল্প পরিদর্শন করা পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের কর্মপরিধির অন্তর্ভূক্ত। ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন কোন প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে মধ্যবর্তী মূল্যায়নের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক করণীয়/সুপারিশ ও সমাধান নির্ধারণ করে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা সম্ভব।

এ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে **"জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো"** শীর্ষক প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কার্যাদির বাস্তবায়ন অগ্রগতি, মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার আনুষংগিক বিষয় ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্তের প্রতিফলন তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ/ভাল অনুশীলনের দিকসমূহ (Good Practices) বিবেচ্য প্রকল্পের পাশাপাশি পরবর্তীতে অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও দিক নির্দেশনার জন্য সহায়ক হবে মর্মে আশা করা যায়।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন তথা টেকসই বুনিয়াদি অবকাঠামো নির্মাণে স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিবেচ্য প্রকল্পটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'র (এসডিজি) উদ্দেশ্যকে সফল করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিবেচ্য প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় উন্নত সড়ক নেটওয়ার্ক, দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়নের পাশাপাশি প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

মুহাম্মদ আমিম শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সঙ্গত কারণেই বৈসাদৃশ্য রয়েছে। সমতল ভূমি ও সাগর সন্নিকটে অবস্থানের কারণে বিভিন্ন জেলার কৃষি, অবকাঠামো ও জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্য রয়েছে। পল্লী জনপদের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ অবকাঠামোর অভাবে উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এ কারণেই ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (7^{th}FYP) এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (SDG) উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর এরই ধারাবাহিকতায় 7^{th} FYP ও SDG-তে উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে প্রতি বছর বন্যা, জলোচ্ছাস, সাইক্লোন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের উপকূলীয় ১৯টি জেলার মধ্যে ৬টি জেলা (বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, ঝালকাঠী, গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর) জেলা অবকাঠামোগত উন্নয়নের জাতীয় গড় থেকে পিছিয়ে রয়েছে। তাছাড়া, ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এ এলাকার মানুষ পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধা হতে বঞ্চিত। এ প্রেক্ষিতে, বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে সড়ক উন্নয়ন নেটওয়ার্কের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে এ এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সম্পদের সুষম বন্টন ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৪১৮.৪৮ কোটি (জিওবি: ৩১৫.৬৩ কোটি + প্রকল্প সাহায্য (অনুদান): ১০২.৮৫ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে **"জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো"**-শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য: ক) জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র, বাজার এবং সামাজিক সেবা প্রদাননকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে গমনের সুযোগ সৃষ্টি; খ) জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার প্রয়োজনে দরিদ্র এবং হতদরিদ্র মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান; গ) জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। প্রকল্পটি ডানিডা ও জিওবি সহযোগীতায় বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম সড়কে বাঁধ/মাটি দ্বারা উন্নয়ন, ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক এইচবিবি ও বিসি দ্বারা উন্নয়ন, গ্রাম সড়ক সিসি (কনক্রিট সিমেন্ট) দ্বারা উন্নয়ন, ড্রেনেজ স্ট্রাকচার নির্মাণ, খাল পুনঃখনন, বাঁধ/রাস্তায় স্লোপ প্রোটেকশন, ল্যান্ডিং স্টেশন/ঘাটলা/ঘাট নির্মাণ, পুকুর খনন/পুনঃখনন, গ্রামীণ হাট উন্নয়ন ও নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ প্রতিবেদনে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গঠিত কমিটি কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শন করে বাস্তবায়নাধীন কাজের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি, কাজের গুণগত মান, মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন সমস্যা ও সুফলভোগীদের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রকল্পে উল্লিখিত উদ্দেশ্য অর্জনের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে মূল্যায়ন ও ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি প্রণয়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কার্যক্রমের উপযোগিতা, স্কীমের যাচাই-বাচাই প্রক্রিয়া, দ্বৈততা পরিহার করা হয়েছে কিনা, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে উপকারের চিত্র এবং স্টেকহোল্ডারদের মতামতের প্রতিফলন ঘটানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা সদর এবং জেলা সদরের সাথে কানেকটিভিটির অভাবে যাতায়াত কষ্টসাধ্য ছিল, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাহত হতো, ফলে উক্ত এলাকা কাঙ্খিত উন্নয়ন বঞ্চিত ছিল। বিশেষ করে, বর্ষা মৌসুমে ভোগান্তি চরমে পৌঁছাত। অসুস্থদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেয়া, বৃদ্ধ ও প্রসূতিদের কমিউনিটি ক্লিনিক ও হাসপাতালে নেয়া, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত কঠিন/কখনো কখনো অসম্ভব ছিল। এ পরিস্থিতিতে গ্রামের মানুষ যথাসময়ে হাসপাতালে গিয়ে সুচিকিৎসার গ্রহণের অভাবে প্রাণ হারানোর নজির রয়েছে মর্মে পরিদর্শনে জানা যায়। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক, ব্রীজ/কালভার্ট এবং বিদ্যমান সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ফলে এ এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নসহ প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে মর্মে পরিদর্শন টিমের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন একটি কার্যকর বিনিয়োগ। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে যে, গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের ফলে যানবাহন চলাচলের পরিমাণ বেড়েছে। ধীর গতির যানবাহনের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত যান্ত্রিক ও দ্রুত গতির বাহন বেড়েছে বিধায় চলাচল সহজতর ও সহজলভ্য হয়েছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে মালামাল ও যাত্রী পরিবহন বৃদ্ধি পেয়েছে।

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক

সর্বোপরি, গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসার ও কর্মচঞ্চলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হয়েছে। পাকা সড়ক নির্মাণের ফলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কৃষি পণ্য পরিবহন এবং বাজারজাতকরণে যেমন সহজ হয়েছে তেমনি অকৃষি পণ্য যেমন হাঁস-মুরগী,গবাদি পশু ইত্যাদির ছোট ছোট খামার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া ব্যাংক, বীমা, এনজিও এবং অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা সহজীকরণ হয়েছে যাতায়াতের সুবিধার জন্য। অধিকন্ত পাকা সড়কের সাথে "ইনফরমাল সেক্টর"এর কার্যক্রম যেমন সাইকেল পার্সের দোকান, পান-চায়ের দোকান, অস্থায়ী মনোহরি দোকান ইত্যাদির কার্যক্রম বহলাংশে বেড়েছে। মূলত এসব প্রভাবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দারিদ্র হ্রাসের মূল নিয়ামক হিসেবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

প্রকল্প এলাকায় এখনও অনেক সড়ক কাঁচা রয়েছে এবং কিছু কিছু সড়কের কানেকটিভিটি অসম্পূর্ণ রয়েছে। কিছু সড়ক নদী বা খালের তীরবর্তী হওয়ায় সড়কের সোল্ডারে মাটি এবং সড়ক বাঁধ রক্ষার্থে রক্ষাপ্রদ কাজের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাছাড়া, এ সব সড়কের রুটিন মেরামত, সড়কের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য Load Bearing Capacity এর চেয়ে ভারী যানবাহন চলাচল নিরুৎসাহিত করা, রাস্তার পাশ হতে কিছু দূরে গাছ লাগানো এবং রাস্তার বাঁক সোজা করতে প্রয়োজনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার), স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় জমির মালিকের সাথে সমঝোতা করা প্রয়োজন। সর্বক্ষেত্রে নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান (ইট, বালু, সিমেন্ট, রড, পাথর, বিটুমিন ইত্যাদি) সঠিক হওয়া প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ে কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় দক্ষ জনবল তৈরী, মাঠ পর্যায়ে অধিকতর মনিটরিং ও পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। অধিকন্তু, দক্ষ ঠিকাদারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কাজ সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের ওপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের বিশ্লেষণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তা থেকে উত্তরণে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে দিক নির্দেশনা সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে। যা প্রতিপালন করা গেলে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধিত হবে এবং জনগণ সুফল পাবে। সামগ্রিকভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পল্লী অঞ্চলের অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে টেকসই যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্যতা হ্রাস, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত, আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।

প্রকল্পটিতে বাংলাদেশ সরকার এবং দাতা সংস্থা (ডানিডা) যৌথভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে গ্রামীণ জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো কাজ বাস্তবায়ন করছে। স্থানীয় দুঃস্থ মহিলা/পুরুষ দ্বারা Community Contract/LCS (Labor Contracting Society) দ্বারা কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এলসিএস একটি শ্রমিক সংগঠন এবং ঠিকাদারের ন্যায় চুক্তি ভিত্তিতে এলজিইডি'র সহিত কাজ করে এবং দাতা সংস্থা ও এলজিইডি তাদের কাজের তদারকি করে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের ডিপিপিতে মহিলা এবং পুরুষ এর শ্রমিকদের আনুপাতি হার ৮০:২০ নির্ধারিত আছে। স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্র বিমোচনই এর মূল উদ্দেশ্য। এলজিইডি এবং দাতা সংস্থা যৌথভাবে প্রণীত CMM (Constraction Management Manual) অনুসরনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের সকল অংগের কাজের মধ্যে ডানিডা অর্থায়নের কাজের পুরোটাই এলসিএস এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। তবে জিওবি অংশের কাজ এলসিএস ও ঠিকাদার উভয় দ্বারা বাস্তবায়িত হবে মর্মে ডিপিপিতে উল্লেখ আছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রারম্ভে কিছু এলাকার কিছু সংখ্যক কাজে স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা শ্রমিক না পাওয়ায় মহিলাদের পরিবর্তে পুরুষ শ্রমিক দ্বারা কাজ করান এবং স্থানীয় প্রভাবশালী/জনপ্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপে প্রকল্পের কাজ বিঘ্ন হওয়ায় দাতা সংস্থা নির্মাণ কাজের অনিয়ম/দূর্নীতি উল্লেখ করে প্রকল্পের কাজ স্থগিত রাখে মর্মে জানা যায়। মূলতঃ পদ্ধতিগত অনিয়মকে তারা দূর্নীতি হিসাবে উপস্থাপন করে। বিষয়টির সত্যতা যাচাই করার জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং আইএমইডি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করে, যাহা মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির নজরে এসেছে। এ বিষয়ে কমিটি চলমান কাজ পরিদর্শন ও বাস্তবতা যাচাই করার প্রয়োজন মনে করেছে।

প্রকল্পটির সকল স্কীম নির্বাচন স্থানীয় পর্যায়ে PRA (Participatory Rural Appraisal) পদ্ধতিতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সুফলভোগীদের নিয়ে ওয়ার্কশপ করে তাদের মতামত নিয়ে করা হয়। PRA এর মাধ্যমে সুপারিশকৃত স্কীমসমূহ মাঠ পর্যায়ে দাতা সংস্থা ও এলজিইডি কর্তৃক প্রাক্কলন তৈরী করে ও জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও দাতা সংস্থার প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরে প্রকল্পের সদর দপ্তরে প্রেরণ করে। অতঃপর প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে প্রকল্প পরিচালক ও দাতা সংস্থার সিনিয়র এ্যাডভাইজরের যৌথ স্বাক্ষরে স্কীমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। অতঃপর মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের CMM (Constrction Management Manual) অনুসরণ করে স্কীম বাস্তবায়ন করা হয়।

সুচিপত্র

ক্রঃ নং	বিববরণ	পৃষ্ঠা
১।	মূল্যায়নের পটভূমি	৫
২।	কমিটি গঠন ও কমিটির কার্যপরিধি	৫-৬
৩।	মূল্যায়ন কমিটির সভা	৬
৪।	মূল্যায়ন পদ্ধতি	৬
৫।	মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা	৭
৬।	প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি	৭
৭।	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	৭
৮।	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি	৭
৯।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান পূর্ত কার্যক্রম	৮
১০।	প্রকল্প এলাকা	৮
১১।	প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি	৮
১২।	প্রকল্পের ডিপিপিতে বছর ভিত্তিক বরাদ্দ সংস্থান ও প্রাপ্ত বরাদ্দ	৮
১৩।	প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন ক্যাটাগরির সড়ক ও ব্রিজ/কালভার্ট এর ডাটাবেজ	৯-১৮
১৪।	প্রকল্প এলাকার মানচিত্র	১৯
১৫।	অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি	২০
১৬।	স্কীমওয়ারী পরিদর্শন বিবরণ	২১-৩৭
১৭।	সুফলভোগীদের মতামত	৩৮
১৮।	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও স্থানীয় জনসাধারণের মতামত	৩৮
১৯।	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অভিযোগের সত্যতা নিরূপণ	৩৯/৪৪
২০।	বিভিন্ন বাস্তবায়তি/বাস্তবানাধীন স্কীমের উপযুক্ততা	৩৯-৪০
২১।	প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ	৪০-৪১
২২।	সার্বিক পর্যবেক্ষণ	৪১-৪৪
২৩।	কমিটির সুপারিশ	৪৫-৪৮
২৪।	পূর্ত কাজের টাইপ ডিজাইন (সংযোজনী-০১)	৪৯
২৫।	পূর্ত কাজের টাইপ ডিজাইন (সংযোজনী-০২)	৫০
২৬।	পূর্ত কাজের টাইপ ডিজাইন (সংযোজনী-০৩)	৫১

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা কমিশন

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ

বিষয়ঃ "জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো" প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

১.০ মূল্যায়নের পটভূমিঃ

কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার, সামগ্রিকভাবে প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং দারিদ্র্যতা হ্রাসকল্পে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো"**-শীর্ষক মোট ৪১৮.৪৮ কোটি (জিওবি: ৩১৫.৬৩ কোটি+ প্রকল্প সাহায্য (অনুদান): ১০২.৮৫ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ৩১-০১-২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের সংস্থান রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এ বিষয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়।

২.০ কমিটি গঠন ও কমিটির কার্যপরিধি :

২.১ প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের স্মারক নং-২০.৩৪৭.০১৪.০১.০১.০৬০.২০১৬-৭৮৯; তারিখঃ ২৪/০৪/২০১৯ মারফত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক উপর্যুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের প্রেক্ষিতে নিম্নরূপে মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হয়ঃ

১.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ, সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।	উপদেষ্টা
২.	জনাব প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী, প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।	আহবায়ক
৩.	জনাব মোঃ মনজুরুল আনোয়ার, যুগ্ম-প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।	সদস্য
৪.	জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, মহা-পরিচালক, বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।	সদস্য
৫.	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা বিভাগ ও সাবেক প্রকল্প পরিচালক, "জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো"-শীর্ষক প্রকল্প, এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা)	সদস্য
৬.	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, উপ-প্রধান, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
৭.	জনাব নিখিল কুমার দাস, উপ-প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।	সদস্য
৮.	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার উদ্দিন, উপ-প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর।	সদস্য
৯.	জনাব আলিফ রুদাবা, উপ-প্রধান, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (নরডিক শাখা), শেরেবাংলা নগর	সদস্য
১০.	জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান, প্রকল্প পরিচালক, **"জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো"**-শীর্ষক প্রকল্প, ৬২, পশ্চিম আগারগাঁও, এলজিইডি আঞ্চলিক অফিস, ঢাকা।	সদস্য
১১.	জনাব মুহাম্মদ আমিন শরীফ, সহকারী প্রধান, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
১২.	জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার, সিনিয়র সহকারী প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি
সদর দপ্তর, ঢাকা।

২.২ **কমিটির কার্যপরিধিঃ**

২.২.১ মূল্যায়ন কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহের বরাদ্দকৃত অর্থ খাত/উপ-খাতভিত্তিক বাজেট বিভাজন পেশকরণ;

২.২.২ প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি, কাজের গুনগতমান, বাস্তবায়ন সমস্যা, সুফলভোগীদের সাথে আলোচনা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান; এবং

২.২.৩ অনধিক ২ (দুই) মাসের মধ্যে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ।

৩.০ **মূল্যায়ন কমিটির সভাঃ**

মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য গঠিত মূল্যায়ন কমিটির উপদেষ্টা এবং পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রধানের সভাপতিত্বে ০৬/০৫/২০১৯ তারিখে কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের ডিপিপি, সর্বশেষ মাসিক প্রতিবেদন, আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদন, মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন, প্রকল্পের ভৌগোলিক অবস্থা এবং প্রকল্প এলাকার বিস্তৃতি পর্যালোচনা করে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের কৌশল নির্ধারণ করা হয়। বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ঝালকাঠি, গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার (০৬টি জেলা) মোট ২৪টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়নাধীন যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক পূর্তকাজ পরিদর্শনের সুবিধার্থে মাঠ পর্যায়ে ২টি টিমে বিভক্ত হয়ে কমপক্ষে ৪টি জেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন। তাছাড়া, প্রকল্প পরিচালক ও কমিটির সদস্য সচিব উপজেলাসমূহের পূর্তকাজ পরিদর্শনকালে টিমের সাথে অংশগ্রহণ করবেন।

সভায় মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের খাত/উপ-খাতওয়ারী ব্যয় বিভাজন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন কাজের বিদ্যমান অবস্থা, সমস্যা ও প্রতিকারের সম্যক ধারণার বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে যথাক্রমে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে ২৪/০৫/২০১৯ তারিখে ২য় ও ৩য় সভা এবং গোপালগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে ২৫/০৫/২০১৯ তারিখে ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে জিরো ড্রাফ প্রণয়ন করে কমিটির সকল সদস্যের মতামত ও খসড়া প্রতিবেদনের উপর ভিত্তিতে কমিটির সদস্যগণের মতামত/সুপারিশ প্রতিফলিত করে চূড়ান্ত করণের জন্য ১৬/০৬/২০১৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ৫ম সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং সভায় কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়।

৪.০ **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ**

প্রকল্পের মূল্যায়নের প্রাথমিকভাবে প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল/প্রতিবেদন যেমন-প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী, প্রকল্পের সর্বশেষ মাসিক প্রতিবেদন, আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে দাতা সংস্থার অভিযোগের আলোকে মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনও পর্যালোচনা করা হয়। এ সব প্রতিবেদন থেকে প্রকল্পের কাজের সংস্থান, বাস্তবায়ন অগ্রগতি, প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ, কাজের গুণগতমান এবং বাস্তবায়ন সমস্যা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নেয়া হয়। পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ে সরজমিনে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের ভৌগোলিক অবস্থা, প্রকল্প এলাকার বিস্তৃতি এবং সময় স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনা করে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য স্কীম নির্বাচনে দৈবচয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পরিদর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতা, মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি, সুফলভোগীদের মতামত, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদনের তথ্যাদি এবং প্রকল্প পরিচালকের কাছে রক্ষিত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

৫.০ মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতাঃ

প্রকল্পটি ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ২৪টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার কার্যক্রম ৫টি উপজেলার মোট ৯টি স্কীম সরজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। তবে, প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন সকল কার্যক্রম পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি। পরিদর্শনকৃত কাজের দৃশ্যমান ও গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু সময়াভাবে প্রতিবেদন তৈরীতে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সংখ্যাতাত্বিক ও পরিমাণগত মতামতের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয়নি।

৬.০ প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

৬.১	প্রকল্পের নাম	:	**"জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো"**
৬.২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
৬.৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
৬.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	৪১৮.৪৮ কোটি (জিওবি: ৩১৫.৬৩ কোটি+ প্রকল্প সাহায্য: ১০২.৮৫ কোটি) টাকা
৬.৫	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	ডানিডা (অনুদান)
৬.৬	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি, ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত
৬.৭	প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা	:	প্রকল্পটি ৩১/০১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত

৭.০ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

- জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র, বাজার এবং সামাজিক সেবা প্রদাননকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে গমনের সুযোগ সৃষ্টি;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার প্রয়োজনে দরিদ্র এবং হতদরিদ্র মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

৮.০ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার, সামগ্রিকভাবে প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষা, উপকূলীয় অঞ্চলের হত দরিদ্র মহিলাদের জীবনমানের উন্নতি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প এলাকার অবকাঠামোসমূহের উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হতে সুরক্ষার প্রয়োজনে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণে মহিলাদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে উপকূলীয় জনপদসহ প্রকল্প এলাকার বেকার, দুস্থ, সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবকাঠামোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষন কাজে সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে দারিদ্র্য লাগব ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করছে।

এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকার যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নত হবে। পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর ও পরিবহণ ব্যয় হ্রাস পাবে। সামগ্রিকভাবে প্রকল্প এলাকার জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র্যতা হ্রাস এবং প্রকল্প এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি ও পরিকল্পিত জীবনযাপনে সহায়ক হবে বিধায় স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ডানিডা সহযোগীতায় ও জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন **"জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো"** শিরোনামে প্রকল্পটি মোট ৪১৮.৪৮ কোটি (জিওবি: ৩১৫.৬৩ কোটি+ প্রকল্প সাহায্য (অনুদান): ১০২.৮৫ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ৩১-০১-২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯.০ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান পূর্ত কার্যক্রমঃ**

ক্রঃনং	অংগের নাম	পরিমাণ
১	গ্রাম সড়কে বাঁধ/মাটি দ্বারা উন্নয়ন	৬৫.৭৯ লক্ষ ঘ:মি: (১১০০কিঃমিঃ)
২	ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাম সড়ক এইচবিবি উন্নয়ন	৪২ কিঃমিঃ
৩	ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাম সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৩ কিঃমিঃ
৪	গ্রাম সড়ক সিসি (কনক্রিট সিমেন্ট) দ্বারা উন্নয়ন	৫ কিঃমিঃ
৫	ড্রেনেজ স্ট্রাকচার নির্মাণ	৮৩৫ মিঃ
৬	খাল পুনঃখনন	১৩.১৭ লক্ষ ঘ:মি: (১৮৩কিঃমিঃ)
৭	বাঁধ/রাস্তায় স্লোপ প্রোটেকশন	৪৭৫০ মিঃ
৮	ল্যান্ডিং স্টেশন/ঘাটলা/ঘাট নির্মাণ	৩৫ টি
৯	পুকুর খনন/পুনঃখনন	৫.০৯ লক্ষ ঘ:মি: (১০২টি)
১০	গ্রামীণ হাট উন্নয়ন	৫৬ টি
১১	নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস সম্প্রসারণ	৬ টি
১২	ব্লক গ্রান্ট	৫ টি (ইউপি এর জন্য)

১০.০ **প্রকল্প এলাকাঃ**

বিভাগ (২টি)	জেলা (০৬টি)	উপজেলা (২৪টি)
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	সদর, টুংগিপাড়া, কোটালিপাড়া, মুকসুদপুর ও কাশিয়ানী
	ফরিদপুর	সদর ও নগরকান্দা
বরিশাল	বরিশাল	সদর, বাবুগঞ্জ ও বাকেরগঞ্জ
	ঝালকাঠি	নলছিটি
	পটুয়াখালী	সদর, কলাপাড়া, বাউফল, গলাচিপা, মির্জাগঞ্জ, দুমকী ও রাঙ্গাবালি
	বরগুনা	তালতলী ও আমতলী।

১১.০ **প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	দায়িত্বের প্রকৃতি	মেয়াদকাল
জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	সাবেক প্রকল্প পরিচালক	১ জানুয়ারী ২০১৭ থেকে ২৬ মার্চ ২০১৮
জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	প্রকল্প পরিচালক	মূল দায়িত্ব	২৭ মার্চ, ২০১৮ থেকে অদ্যাবধি।

১২.০ **প্রকল্পের ডিপিপি'তে বছর ভিত্তিক বরাদ্দ সংস্থান ও প্রাপ্ত বরাদ্দঃ**

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	ডিপিপিতে বছর ভিত্তিক সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
২০১৬-২০১৭	৪৮.০৭	১৫.৫০/২৪.০০	২৪.০০ (১০০%)	১৯.৪৪ (৮১%)
২০১৭-২০১৮	৯১.৯৮	৮০.০০/৭৫.০০	৭৫.০০ (১০০%)	৭১.৫৩ (৯৫.৩৭%)
২০১৮-২০১৯	৭৮.৩৮	৭৭.০০/৪৭.০০	৪৭.০০ (১০০%)	১৯.৭৪(৪২%)
২০১৯-২০২০	৭৫.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০
২০২০-২০২১	৭৯.১৬	০.০০	০.০০	০.০০
২০২১-২০২২	৪৫.০২	০.০০	০.০০	০.০০
মোটঃ	৪১৮.৪৮	১৭২.৫০/১৪৬.০০	১৪৬.০০	১১০.৭১ (৭৫.৮৩)

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি

১৩.০ প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের ডাটাবেজঃ

১৩.১ গ্রাম সড়ক বাঁধ/মাটি দ্বারা উন্নয়ন

(কিলোমিটার)

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	এ প্রকল্পের মাধ্যমে এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ (কিঃমিঃ)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	গোপালগঞ্জ	সদর	৩.৩৩	
		টুংগিপাড়া	১.৭৮	
		কোটালিপাড়া	২.৭৪	
		মুকসুদপুর	৫.৬৩	
		কাশিয়ানী	১.৫৩	
২	ফরিদপুর	সদর	১১.০৬	
		নগরকান্দা	৪.০৩	
৩	বরিশাল	সদর	৮.৬৪	
		গৌরনদী	৪.৫৫	
		আগৈলঝাড়া	২.২০	
		বাকেরগঞ্জ	১৬.৩০	
		বাবুগঞ্জ	১.৪১	
		উজিরপুর	৩.৫৬	
		মেহেন্দীগঞ্জ	৭.৬৩	
৪	ঝালকাঠি	নলছিটি	১৩.৬১	
৫	পটুয়াখালী	সদর	১৬.৬৬	
		বাউফল	৮.৯০	
		কলাপাড়া	১২.৫৮	
		গলাচিপা	১৭.০৬	
		মির্জাগঞ্জ	৩.২৩	
		দুমকী	২.৫২	
		রাজাবালি	৮.৭৮	
৬	বরগুনা	আমতলী	১২.৮১	
		তালতলী	৩৫.০৬	
		সর্বমোটঃ	২০৬.২০ কিঃমিঃ	

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
আরআইপি
ঢাকা

১৩.২ ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাম সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন

(কিলোমিটার)

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	এ প্রকল্পের মাধ্যমে এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ (কিঃমিঃ)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	গোপালগঞ্জ	সদর	২.০৩	
		টুংগিপাড়া	০.০০	
		কোটালিপাড়া	১.৫১	
		মুকসুদপুর	৩.০৩	
		কাশিয়ানী	১.৭৭	
২	ফরিদপুর	সদর	১.৭৬	
		নগরকান্দা	০.০০	
৩	বরিশাল	সদর	১.৯৯	
		গৌরনদী	০.৫০	
		আগৈলঝাড়া	০.০০	
		বাকেরগঞ্জ	১.০১	
		বাবুগঞ্জ	১.৬৬	
		উজিরপুর	০.০০	
		মেহেন্দীগঞ্জ	০.১৩	
৪	ঝালকাঠি	নলছিটি	০.০০	
৫	পটুয়াখালী	সদর	০.০০	
		বাউফল	০.০০	
		কলাপাড়া	১.৩২	
		গলাচিপা	০.০০	
		মির্জাগঞ্জ	০.০০	
		দুমকী	০.০০	
		রাঙ্গাবালি	০.০০	
৬	বরগুনা	আমতলী	০.০০	
		তালতলী	০.৫০	
		সর্বমোটঃ	১৭.২১ কিঃমিঃ	

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আনিসুল ওয়াহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা

১৩.৩ <u>ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাম সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন</u>

(কিলোমিটার)

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	এ প্রকল্পের মাধ্যমে এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ (কিঃমিঃ)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	গোপালগঞ্জ	সদর	০.০০	
		টুংগিপাড়া	০.৩০০	
		কোটালিপাড়া	০.০০	
		মুকসুদপুর	০.০০	
		কাশিয়ানী	০.০০	
২	ফরিদপুর	সদর	০.০০	
		নগরকান্দা	০.০০	
৩	বরিশাল	সদর	১.০৫	
		গৌরনদী	০.০০	
		আগৈলঝাড়া	০.৫৩	
		বাকেরগঞ্জ	০.০০	
		বাবুগঞ্জ	০.০০	
		উজিরপুর	০.০০	
		মেহেন্দীগঞ্জ	০.০০	
৪	ঝালকাঠি	নলছিটি	০.৫০	
৫	পটুয়াখালী	সদর	০.০০	
		বাউফল	০.০০	
		কলাপাড়া	০.০০	
		গলাচিপা	০.০০	
		মির্জাগঞ্জ	০.৩৭	
		দুমকী	০.৭০	
		রাঙ্গাবালি	০.০০	
৬	বরগুনা	আমতলী	০.০০	
		তালতলী	০.০০	
		সর্বমোটঃ	৩.৪৫ কিঃমিঃ	

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক

মুহাম্মদ আমিনুল শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩.৪ গ্রাম সড়ক সিসি (কনক্রিট সিমেন্ট) দ্বারা উন্নয়ন

(কিলোমিটার)

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	এ প্রকল্পের মাধ্যমে এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ (কিঃমিঃ)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	গোপালগঞ্জ	সদর	০.০০	
		টুংগিপাড়া	০.০০	
		কোটালিপাড়া	০.০০	
		মুকসুদপুর	০.১০০	
		কাশিয়ানী	০.০০	
২	ফরিদপুর	সদর	০.১১	
		নগরকান্দা	০.০০	
৩	বরিশাল	সদর	০.০০	
		গৌরনদী	০.০০	
		আগৈলঝাড়া	০.০০	
		বাকেরগঞ্জ	০.৩০০	
		বাবুগঞ্জ	০.০০	
		উজিরপুর	০.০০	
		মেহেন্দীগঞ্জ	০.০০	
৪	ঝালকাঠি	নলছিটি	০.০০	
৫	পটুয়াখালী	সদর	০.০০	
		বাউফল	০.০০	
		কলাপাড়া	০.০০	
		গলাচিপা	০.০০	
		মির্জাগঞ্জ	০.০০	
		দুমকী	০.০০	
		রাঙ্গাবালি	০.০০	
৬	বরগুনা	আমতলী	০.০০	
		তালতলী	০.০০	
		সর্বমোটঃ	০.৫১ কিঃমিঃ	

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআইআরডিপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

১৩.৫ ড্রেনেজ স্ট্রাকচার নির্মাণ

(মিটার)

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	এ প্রকল্পের মাধ্যমে এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ (মিঃ)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	গোপালগঞ্জ	সদর	১১.৭০	
		টুংগিপাড়া	২.২৫	
		কোটালিপাড়া	০.৯০	
		মুকসুদপুর	৬.৩০	
		কাশিয়ানী	৬.৬৬	
২	ফরিদপুর	সদর	৭.২০	
		নগরকান্দা	৭.১৮	
৩	বরিশাল	সদর	১৬.৩০	
		গৌরনদী	১২.৯০	
		আগৈলঝাড়া	১.৮০	
		বাকেরগঞ্জ	৩৫.১৩	
		বাবুগঞ্জ	০.০০	
		উজিরপুর	১৫.০০	
		মেহেন্দীগঞ্জ	১০.২০	
৪	ঝালকাঠি	নলছিটি	৩৮.৭০	
৫	পটুয়াখালী	সদর	৩৫.০১	
		বাউফল	৮.৭৫	
		কলাপাড়া	২০.৩৩	
		গলাচিপা	১৮.৯৯	
		মির্জাগঞ্জ	১.৫০	
		দুমকী	৫.২০	
		রাঙ্গাবালি	২৬.৪০	
৬	বরগুনা	আমতলী	০.৬৪	
		তালতলী	১৮.৬৯	
		সর্বমোটঃ	৩০৭.৭৩ মিঃ	

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআইপি
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩.৬ খাল পুনঃখনন

(কিলোমিটার)

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	এ প্রকল্পের মাধ্যমে এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ (কিঃমিঃ)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	গোপালগঞ্জ	সদর	১.৯৯	
		টুংগিপাড়া	০.০০	
		কোটালিপাড়া	২.১২	
		মুকসুদপুর	০.০০	
		কাশিয়ানী	০.০০	
২	ফরিদপুর	সদর	০.৩৩	
		নগরকান্দা	০.৭২	
৩	বরিশাল	সদর	০.০০	
		গৌরনদী	০.০০	
		আগৈলঝাড়া	০.০০	
		বাকেরগঞ্জ	০.২৯	
		বাবুগঞ্জ	০.০০	
		উজিরপুর	০.০০	
		মেহেন্দীগঞ্জ	০.০০	
৪	ঝালকাঠি	নলছিটি	০.০০	
৫	পটুয়াখালী	সদর	০.০০	
		বাউফল	০.০০	
		কলাপাড়া	৩.০০	
		গলাচিপা	০.০০	
		মির্জাগঞ্জ	০.০০	
		দুমকী	০.০০	
		রাঙ্গাবালি	২.২৭	
৬	বরগুনা	আমতলী	১৯.৮২	
		তালতলী	১৯.২২	
		সর্বমোটঃ	৪৯.৭৬ কিঃমিঃ	

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আনিসুল ওয়াহিদ খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

১৩.৭ <u>বাঁধ/রাস্তায় স্লোপ প্রোটেকশন</u>

(মিটার)

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	এ প্রকল্পের মাধ্যমে এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ (মিঃ)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	গোপালগঞ্জ	সদর	০.০০	
		টুংগিপাড়া	৩৫.০০	
		কোটালিপাড়া	০.০০	
		মুকসুদপুর	২৩৫.০০	
		কাশিয়ানী	২৯১.২৫	
২	ফরিদপুর	সদর	২৩৫.০০	
		নগরকান্দা	১৫৮.০০	
৩	বরিশাল	সদর	৩৩১.০০	
		গৌরনদী	৫৭৩.৫০	
		আগৈলঝাড়া	৫৮০.৭৫	
		বাকেরগঞ্জ	৪১৬.০০	
		বাবুগঞ্জ	১৫০.০০	
		উজিরপুর	১৭০.০০	
		মেহেন্দীগঞ্জ	২১১.০০	
৪	ঝালকাঠি	নলছিটি	৮৯১.০০	
৫	পটুয়াখালী	সদর	৮৪.৪২	
		বাউফল	১১৬.৩১	
		কলাপাড়া	২৬০.৩০	
		গলাচিপা	২১৩.২৭	
		মির্জাগঞ্জ	০.০০	
		দুমকী	০.০০	
		রাঙ্গাবালি	০.০০	
৬	বরগুনা	আমতলী	০.০০	
		তালতলী	১১২.৬২	
		সর্বমোটঃ	৫০৬৪.৪২ মিঃ	

প্রকল্প পরিচালক

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩.৮ ল্যান্ডিং স্টেশন/ঘাটলা/ঘাট নির্মাণ

(টি)

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	এ প্রকল্পের মাধ্যমে এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ (টি)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	গোপালগঞ্জ	সদর	০	
		টুংগিপাড়া	০	
		কোটালিপাড়া	০	
		মুকসুদপুর	০	
		কাশিয়ানী	০	
২	ফরিদপুর	সদর	০	
		নগরকান্দা	০	
৩	বরিশাল	সদর	০	
		গৌরনদী	০	
		আগৈলঝাড়া	০	
		বাকেরগঞ্জ	১	
		বাবুগঞ্জ	০	
		উজিরপুর	০	
		মেহেন্দীগঞ্জ	০	
৪	ঝালকাঠি	নলছিটি	০	
৫	পটুয়াখালী	সদর	০	
		বাউফল	০	
		কলাপাড়া	০	
		গলাচিপা	০	
		মির্জাগঞ্জ	০	
		দুমকী	০	
		রাঙ্গাবালি	০	
৬	বরগুনা	আমতলী	০	
		তালতলী	০	
		সর্বমোটঃ	১ টি	

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আনিসুল ওয়াহেদ
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

১৩.৯ পুকুর খনন/পুনঃখনন

(টি)

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	এ প্রকল্পের মাধ্যমে এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ (সংখ্যা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	গোপালগঞ্জ	সদর	০	
		টুংগিপাড়া	০	
		কোটালিপাড়া	০	
		মুকসুদপুর	০	
		কাশিয়ানী	০	
২	ফরিদপুর	সদর	০	
		নগরকান্দা	০	
৩	বরিশাল	সদর	০	
		গৌরনদী	০	
		আগৈলঝাড়া	০	
		বাকেরগঞ্জ	১	
		বাবুগঞ্জ	০	
		উজিরপুর	০	
		মেহেন্দীগঞ্জ	০	
৪	ঝালকাঠি	নলছিটি	০	
৫	পটুয়াখালী	সদর	০	
		বাউফল	১	
		কলাপাড়া	১	
		গলাচিপা	০	
		মির্জাগঞ্জ	০	
		দুমকী	০	
		রাঙ্গাবালি	১	
৬	বরগুনা	আমতলী	২	
		তালতলী	৫	
		সর্বমোটঃ	১১ টি	

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩.১০ গ্রামীণ হাট উন্নয়ন

(টি)

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	এ প্রকল্পের মাধ্যমে এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ (সংখ্যা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	গোপালগঞ্জ	সদর	৩	
		টুংগিপাড়া	১	
		কোটালিপাড়া	১	
		মুকসুদপুর	৩	
		কাশিয়ানী	০	
২	ফরিদপুর	সদর	৩	
		নগরকান্দা	১	
৩	বরিশাল	সদর	২	
		গৌরনদী	১	
		আগৈলঝাড়া	১	
		বাকেরগঞ্জ	২	
		বাবুগঞ্জ	০	
		উজিরপুর	০	
		মেহেন্দীগঞ্জ	০	
৪	ঝালকাঠি	নলছিটি	০	
৫	পটুয়াখালী	সদর	১	
		বাউফল	০	
		কলাপাড়া	২	
		গলাচিপা	১	
		মির্জাগঞ্জ	০	
		দুমকী	০	
		রাঙ্গাবালি	০	
৬	বরগুনা	আমতলী	০	
		তালতলী	০	
		সর্বমোটঃ	২২ টি	

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আনিসুল ওহাব
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি
এলজিইডি সদর দপ্তর

<u>মানচিত্রে প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত জেলা ও উপজেলাসমূহ</u>

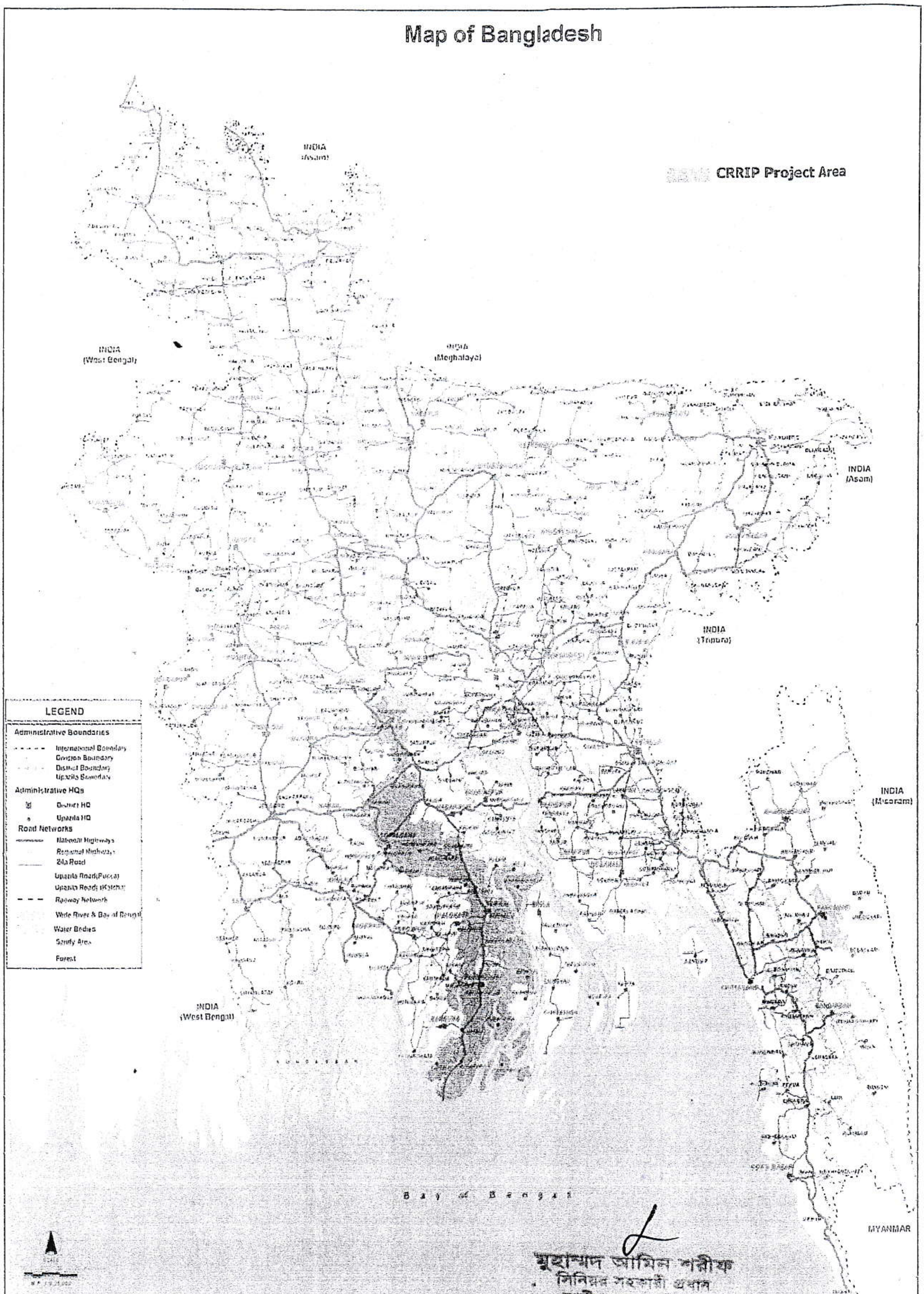

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আমিনুল ওহাব খান
পরিচালক
সদর দপ্তর, ঢাকা।

১৪.০ অংগভিত্তিক অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	ডিপিপি'র সংস্থান		এপ্রিল, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	গ্রাম সড়কে বাঁধ/মাটি দ্বারা উন্নয়ন	৬৫.৭৯ লক্ষ ঘ:মি: (১১০০কিঃমিঃ)	১১০০০.০০	২৫৪.০০ (২৩.০৯%)	২৫২৯.১১ (২২.৯৯%)
২	ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাম সড়ক এইচবিবি উন্নয়ন	৪২ কিঃমিঃ	১৬৮০.০০	১৫.০০ (৩৫.৭১%)	৬১০.০০ (৩৬.৩১%)
৩	ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাম সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন	১৩ কিঃমিঃ	৯১০.০০	২.৮০ (২১.৫৪%)	১৯৫.০০ (২১.৪৩%)
৪	গ্রাম সড়ক সিসি (কনক্রিট সিমেন্ট) দ্বারা উন্নয়ন	৫ কিঃমিঃ	২৭৫.০০	০.৬৫ (১৩%)	৩৫.০০ (১২.৭৩%)
৫	ড্রেনেজ স্ট্রাকচার নির্মাণ	৮৩৫ মিঃ	২৫০৫.০০	২৪৭.০০ (২৯.৫৮%)	৭৪১.৯৭ (২৯.৬২%)
৬	খাল পুনঃখনন	১৩.১৭ লক্ষ ঘ:মি: (১৮৩কিঃমিঃ)	২৩৭৯.০০	৩০.০০ (১৬.৩৯%)	৩৮৩.১৩ (১৬.১০%)
৭	বাঁধ/রাস্তায় স্লোপ প্রোটেকশন	৪৭৫০ মিঃ	৩৮০.০০	৪১১৩.০০ (৮৬.৫৯%)	৩২৮.৯৭ (৮৭.৫৭%)
৮	ল্যান্ডিং স্টেশন/ঘাটলা/ঘাট নির্মাণ	৩৫ টি	৫২৫.০০	৩.০০ (৮.৫৭%)	৪২.৭৪ (৮.১৪%)
৯	পুকুর খনন/পুনঃখনন	৫.০৯ লক্ষ ঘ:মি: (১০২টি)	১১২২.০০	৮.০০ (৭.৮৪%)	১০০.০০ (৮.৯১%)
১০	গ্রামীণ হাট উন্নয়ন	৫৬ টি	১৪০০.০০	২১.০০ (৩৭.৫০%)	৫১৬.৭৭ (৩৬.৯১%)
১১	নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস সম্প্রসারণ	৬ টি	১২৭৫.০০	৪.০০ (৬৬.৬৭%)	৪১১.৯৮ (৩২.৩১%)
১২	ব্লক গ্রান্ট	৫ টি (ইউপি এর জন্য)	৫০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (%)
১৩	বৃক্ষ রোপন পরিচর্যা	২৫০ কি:মি:	৫০০.০০	৭.৩৭ (২.৯৫%)	১৪.৬৫ (২.৯৩%)
১৪	যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	থোক	৮৬৯.০০	থোক	৮৮.৭৮ (১০.২২%)
১৫	ভূমি অধিগ্রহণ	৮.৩৩ একর	১০০.০০	০.০০ (%)	০.০০ (%)
১৬	সিডি ভ্যাট	থোক	১২০০.০০	থোক	৭৫০.০০ (৬৩.৫০%)
১৭	জনবল	থোক	৭৩৭.০০	থোক	২৪৫.৩৫ (৩৩.২৯%)
১৮	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১২২৬০.০০	থোক	৩৭৫১.৩০ (৩০.৬০%)
১৯	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (গ্রামীণ/ইউনিয়ন সড়ক/ব্রীজ/কালভার্ট)	৮১ কি:মি:	২০২৫.০০	১০.০০ (১২.৩৫%)	২৫৩.৫০ (১৩.৫২%)
২০	মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ (মটর যানবাহন, আসবাবপত্র ও অফিস, কম্পিউটার, ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য মেরামত)	থোক	১৫৬.০০	থোক	৭২.৭৪ (৪৬.৬৩%)
২১	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	থোক	২২৫.০০	থোক	০.০০ (%)
২২	প্রাইজ কন্টিনজেন্সি	থোক	২৭৫.০০	থোক	০.০০ (%)
	মোট=		৪১৮৪৮.০০	(৩১%)	১১০৭০.৯৯ (২৬.৪৬%)

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

১৫। **স্কীমওয়ারী পরিদর্শন বিবরণঃ**

১৫.১ বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় বরিশাল জেলার ২টি উপজেলার (সদর-২টি, বাকেরগঞ্জ-১টি), পটুয়াখালী জেলার (সদর-১টি, কলাপাড়া-২টি), বরগুনা জেলার (আমতলী-১টি), গোপালগঞ্জ জেলার (কোটালিপাড়া-১টি) স্কীমসহ অনুমোদিত কার্যক্রম যথাক্রমে গ্রাম সড়কে বাঁধ/মাটি দ্বারা উন্নয়ন, ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীণ সড়ক এইচবিবি ও বিসি দ্বারা উন্নয়ন, গ্রাম সড়ক সিসি (কনক্রিট সিমেন্ট) দ্বারা উন্নয়ন, ড্রেনেজ স্ট্রাকচার নির্মাণ, খাল পুনঃখনন, বাঁধ/রাস্তায় স্লোপ প্রোটেকশন, ল্যান্ডিং স্টেশন/ঘাটলা/ঘাট নির্মাণ, পুকুর খনন/পুনঃখনন, গ্রামীণ হাট উন্নয়ন ও নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস সম্প্রসারণ কার্যক্রম (মোট ৯টি স্কীম) সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শকৃত স্কীমের টাইপ ডিজাইন সংযোজনী তে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের বিস্তারিত তথ্য/উপাত্তের বর্ণনা দেয়া হলোঃ

১৫.১.১ বরিশাল নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস ভবন সম্প্রসারণঃ
প্যাকেজ নং-CRRIP/Building/17-18/BARI-01
ঠিকাদারঃ M/S Amir Engineering Corporation, College Road, Barisal.

বরিশাল নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস সম্প্রসারণ পরিদর্শনকৃত নমুনা চিত্র-১

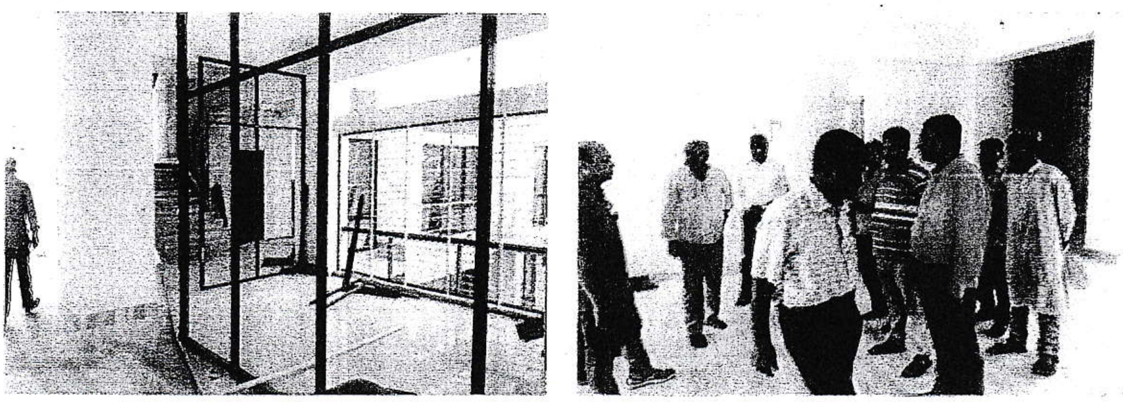

সরেজমিন পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নাধীন কাজ সম্পর্কিত তথ্যঃ

১. এ স্কীমটির অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং মাঠ পর্যায়ে পূর্তকাজ সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ভবনটির নির্মাণ কাজ ডিজাইন ও স্পেসিফকেশন অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্কীমটি ০৩/০৪/২০১৯ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত কিন্তু নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত হবে না বলে প্রতীয়মান।

২. ভবনটির সিড়িগুলো পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ইতোমধ্যে কিছু পাথর ভেঙে গেছে যা জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সুপারভিশনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

৩. ভবনটির ৬ষ্ঠ তলার পূর্ব পাশের জানালাটি অত্যন্ত ছোট যা অপরিকল্পিতভাবে বসানো হয়েছে তাছাড়া ভবনটির দেয়ালে টাইলস বসানো হলেও লিফটের Press Button বসানো হয়নি।

৪. ভবনটি নির্মিত হলে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অফিস, তত্তাবধায়ক প্রকৌশলীর অফিস এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিসে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বসার স্থানের সংকুলান হবে এবং ঐ অঞ্চলের এলজিইডি'র কর্মকান্ড বাস্তবায়নে গতিশলীতা আসবে।

৫. ভবনের বাকী কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার প্রয়োজনে তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করা দরকার। একজন Full Time Engineer নির্মান সাইটে সার্বক্ষনিক থাকা প্রয়োজন ।

৬. নির্মাণ কাজটি তদারকিতে প্রকল্প পরিচালক ও জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীকে অধিকতর যত্নবান হওয়ার প্রয়োজন আছে।

৬. বর্তমানে কাজটি চলমান আছে।

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

১৫.১.২ বরিশাল জেলার সদর উপজেলার চরকাউয়া ইউনিয়নের চরকরমজী আশ্রয়ন প্রকল্প হতে চরকরমজী বাজার পর্যন্ত ১৮১০ মিটার সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন (আইডি নং- ৫০৬১৫৪১৪৯) । সড়কটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত স্কীমের তথ্যাদি (Physical Dimension) নিম্নরূপঃ

- সড়কের দৈর্ঘ্য - ১.৮১০ কিঃমিঃ
- সড়কের প্রস্থ - ৩.৭ মিঃ (১২ ফুট)
- কাজের ধরণ - মাটি দ্বারা উন্নয়ন

স্কীমের ব্যয়/অগ্রগতিঃ

- স্কীমের চুক্তিমূল্য - ১৪,৭১,৬১৮.০০ টাকা।
- চুক্তির মেয়াদ - ১৫/০২/২০১৮-৩০/০৬/২০১৯
- ভৌত অগ্রগতি - ৬৫%
- আর্থিক অগ্রগতি - ৭,২০,০০০.০০ টাকা।

এলসিএস তথ্যাদিঃ

- সভাপতির নাম : মুকুল
- সেক্রেটারীর নাম : বকুল
- মোট সদস্য সংখ্যা : ৩৫ জন
- দল নম্বর : দল নং- ০১
- এলসিএস মনিটরিং কর্মকর্তার নাম : সাবিনা ইয়াসমিন।

পরিদর্শনকৃত কাজের নমুনা চিত্র

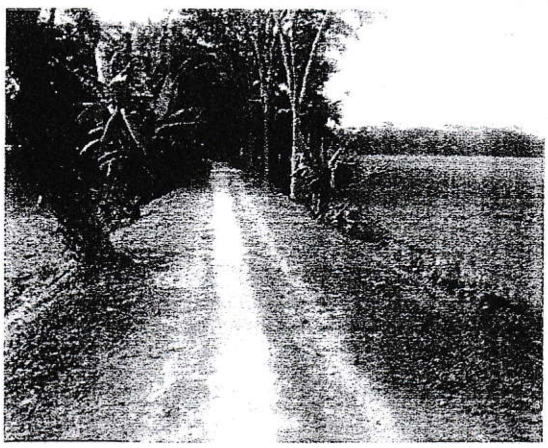
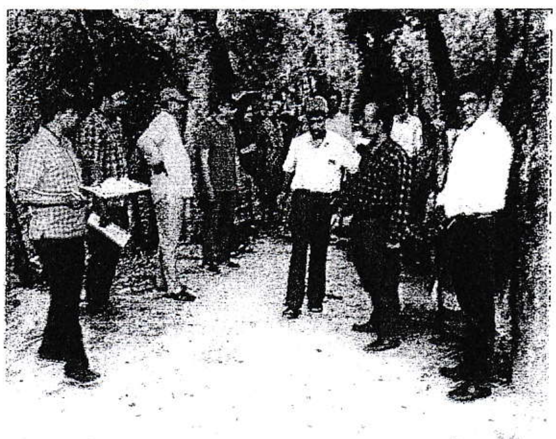

সরেজমিন পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নাধীন কাজ সম্পর্কিত তথ্যঃ

১. মাঠ পর্যায়ে পূর্তকাজ সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, সড়কটি মহিলা এলসিএস মহিলা গ্রুপ দ্বারা ডিজাইন ও স্পেসিফকেশন অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে। পরিদর্শনের সময় উক্ত এলসিএস সদস্যদের সহিত আলাপকালে তারা জানায় যে, এই রাস্তার কাজ করার সুযোগ পেয়ে তারা আর্থিক ভাবে উপকৃত হয়েছে এবং এই ধরণের কাজ অত্র এলাকায় যাতে আরো বাস্তবায়িত হয় সেজন্য বিনীত অনুরোধ জানায়।

২. সড়কের উভয় পার্শ্বের পার্শ্ব ঢালে টার্ফিং স্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপন প্রয়োজন।

৩. সড়কটি নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের ফলে অত্র এলাকার জনদুর্ভোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। স্থানীয় জনগনের যাতায়াতের সুবিধাসহ কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

৪. বর্ষা মৌসুমে ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে মানুষের জান-মাল, গবাদি পশু ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হতে সুরক্ষা পাচ্ছে। তাছাড়া সড়কটির সাথে আশ্রয়ন প্রকল্পের উপকারভোগীদের সড়ক কানেকটিভিটি সুগম হয়েছে। পণ্য পরিবহন ও বাজারজাতকরণে সড়কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

মোঃ আনিসুল ওহাব
প্রকল্প পরিচালক

২২-৬২-

১৫.১.৩ বরিশাল জেলার সদর উপজেলার চরকাউয়া ইউনিয়নের চরকরমজী আশ্রয়ন প্রকল্প হতে চরকরমজী বাজার পর্যন্ত সড়কের ১২০মি: ও ৪০০মি: চেইনেজে ২টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ (আইডি নং- ৫০৬১৫৪১৪৯) । স্কীমটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত স্কীমের তথ্যাদি (Physical Dimension) নিম্নরূপঃ

- কালভার্টের সাইজ - (৩মি:×৩মি:) ও **(১.৬মি:×১.৬মি:)**

স্কীমের ব্যয়/অগ্রগতিঃ

- স্কীমের চুক্তিমূল্য - ১৩,৭৪,৮০৭.০০ টাকা।
- চুক্তির মেয়াদ - ১৪/০৩/২০১৮-৩০/০১/২০১৯
- ভৌত অগ্রগতি - ৯০%
- আর্থিক অগ্রগতি - ১১,৬৭,০০০.০০ টাকা।

এলসিএস দলের তথ্যঃ

- সভাপতি নাম : খাদা
- সেক্রেটারীর নাম : মমতাজ
- মোট সদস্য সংখ্যা : ৮ জন
- দল নম্বর : দল নং- ০১
- এলসিএস মনিটরিং কর্মকর্তার নাম : সাবিনা ইয়াসমিন।

পরিদর্শনকৃত কাজের নমুনা চিত্র

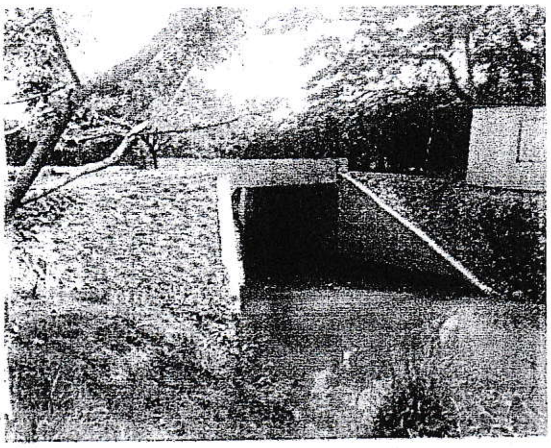

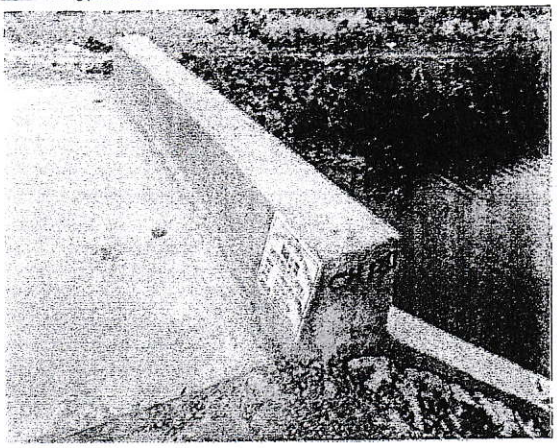

সরেজমিন পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নাধীন কাজ সম্পর্কিত তথ্যঃ

১. মাঠ পর্যায়ে পূর্তকাজ সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, মহিলা এলসিএস গ্রুপ দ্বারা ডিজাইন ও স্পেসিফকেশন অনুযায়ী কাজের গুনগতমান বজায় রেখে কালভার্ট দুটি নির্মাণ করা হয়েছে।

২. নদীবেষ্টিত এই এলাকায় বর্ষা মৌসুমে খাল/নদীর দু'পাশের জনবসতি পানি বন্দি থাকত। পানি নিষ্কাশনের যথাযথ পথ/কালভার্ট না থাকায় জমির ফসল, বাড়ীর উঠানের সবজি মূল সড়কে উঠতে অত্যন্ত অসুবিধা হত। সড়কটি নির্মাণের পাশাপাশি Box Culvert দুটি নির্মানের ফলে অত্র এলাকার Cathment Area তে ড্রেইনেজ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং এর ফলে রাস্তাটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলাচলের সুবিধা হয়েছে।

৩. Box Culvert দুটির কাজ যথাযথ হয়েছে।

৪. এলসিএস মহিলারা যথাযথ প্রশিক্ষণ নিয়ে এ সড়ক এবং কালভার্ট নির্মাণ করায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা/অবকাঠামো নির্মাণে মহিলাদের দক্ষতা বেড়েছে।

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
পিআরএমআইডিপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

১৫.১.৪ **বরিশাল** জেলার সদর উপজেলার চরকাউয়া ইউনিয়নের চরকরমজী আশ্রয়ন প্রকল্প হতে চরকরমজী বাজার পর্যন্ত সড়কের ২০মি: চেইনেজে ১টি বক্স কালভার্ট ও ৯৩০মি: চেইনেজে ১টি ইউড্রেন নির্মাণ (আইডি নং- ৫০৬১৫৪১৪৯)। স্কীমটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত স্কীমের তথ্যাদি (Physical Dimension) নিম্নরূপঃ

- কালভার্টের সাইজ - (২.৫মি:x২.৫মি:)
- ইউড্রেনের সাইজ - (০.৯০০মি:x০.৯০০মি:)

স্কীমের ব্যয়/অগ্রগতিঃ

- স্কীমের চুক্তিমূল্য - ৮,৫২,৮৮১.০০ টাকা।
- চুক্তির মেয়াদ - ১৪/০৩/২০১৮-৩০/০১/২০১৯
- ভৌত অগ্রগতি - ৯০%
- আর্থিক অগ্রগতি - ৭,২৪,০০০.০০ টাকা।

এলসিএস দলের তথ্যঃ

- সভাপতির নাম : মমতাজ
- সেক্রেটারীর নাম : হালিমা
- মোট সদস্য সংখ্যা : ৮ জন
- দল নম্বর : দল নং- ০২
- এলসিএস মনিটরিং কর্মকর্তার নাম : সাবিনা ইয়াসমিন।

পরিদর্শনকৃত কাজের নমুনা চিত্র

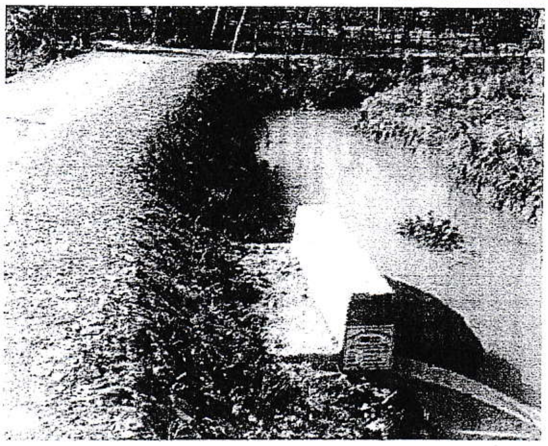

সরেজমিন পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নাধীন কাজ সম্পর্কিত তথ্যঃ

১. পূর্তকাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, মহিলা এলসিএস গ্রুপ দ্বারা কালভার্ট ও ইউ-ড্রেন দুটি নির্মাণ করা হয়েছে।

২. Box Culvert ও ইউ-ড্রেনটি নির্মাণের ফলে অত্র এলাকার Cathment Area তে ড্রেইনেজ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং এর ফলে রাস্তাটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলাচলের সুবিধা হয়েছে।

৩. Box Culvert ও ইউ-ড্রেনটির সাইজ ড্রয়িং মোতাবেক যথাযথ আছে।

৪. সরেজমিন পরিদর্শনে আরো প্রতীয়মান হয় যে, সড়ক এবং কালভার্ট নির্মাণের ফলে পানি নিষ্কাশন সুগম হয়েছে। তাছাড়া এ সড়কসমূহ যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্লোপের দুপাশের মাটি ভাল করে বিন্যাস করায় সড়কটি টেকসই হয়েছে।

মুহাম্মদ তানিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআইআরআইপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

১৫.১.৫ **বরিশাল** জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার রঙ্গশ্রী ইউনিয়নের বাখরকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে কদমতলা স্টীল ব্রীজ ভায়া মোশারফ সিকদার হাইজ-কুন্ডু বাড়ী পুল পর্যন্ত সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন চেইনেজ: ১৭৫০মি:- ২৪৪০মি: (আইডি নং- ৫০৬০৭৪২৫০) । স্কীমটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত স্কীমের তথ্যাদি (Physical Dimension) নিম্নরূপঃ

- সড়কটির দৈর্ঘ্য - ০.৬৯০ কিঃমিঃ
- সড়কটির প্রস্থ - ৩.৭ মিঃ (১২ ফুট)
- কাজের ধরণ - মাটি দ্বারা উন্নয়ন

স্কীমের ব্যয়/অগ্রগতিঃ

- স্কীমের চুক্তিমূল্য - ৪,৯৯,১৩৮.০০ টাকা।
- চুক্তির মেয়াদ - ০৪/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০১৮
- ভৌত অগ্রগতি - ১০০% (জুন ১১, ২০১৮ তারিখে কাজটি সমাপ্ত হয়েছে)
- আর্থিক অগ্রগতি - ৩,৭৪,০০০.০০ টাকা।

এলসিএস দলের তথ্যঃ

- সভাপতির নাম : হালিমা
- সেক্রেটারীর নাম : সিমলা
- মোট সদস্য সংখ্যা : ৩০ জন
- দল নম্বর : দল নং-০১
- এলসিএস মনিটরিং কর্মকর্তার নাম : মোর্শেদা পারভীন।

পরিদর্শনকৃত কাজের নমুনা চিত্র

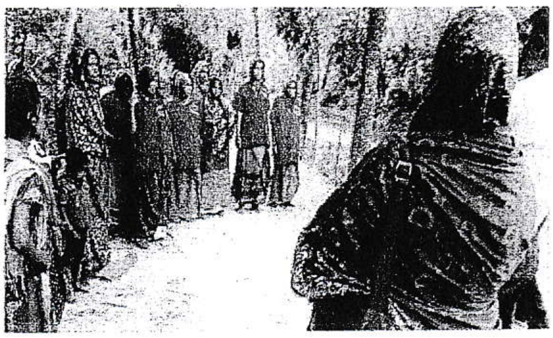

সরেজমিন পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নাধীন কাজ সম্পর্কিত তথ্যঃ

১. মাঠ পর্যায়ে পূর্তকাজ সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, সড়কটি এলসিএস মহিলা গ্রুপ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে। পরিদর্শনের সময় উক্ত এলসিএস সদস্যদের সহিত আলাপকালে তারা জানায় যে, এই রাস্তার কাজ করার সুযোগ পেয়ে তারা আর্থিক ভাবে উপকৃত হয়েছে এবং এই ধরণের কাজ অত্র এলাকায় যাতে আরো বাস্তবায়িত হয় সেজন্য বিনীত অনুরোধ জানায়।

২. সড়কের উভয় পার্শ্বের পার্শ্ব ঢালে টার্ফিং স্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপন প্রয়োজন।

৩. সড়কটি বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকার জনদুর্ভোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব কিছুটা লাঘব হয়েছে। স্থানীয় জনগণের যাতায়াতের সুবিধাসহ স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের স্কুলে গমন, কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তবে এ সড়কের টেকসই এবং স্থায়ীত্বের জন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও এলসিএস মহিলাদের সহায়তায় সোল্ডারে মাটি ও গ্যালাসাইডিং ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
আরআরআইপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

১৫.১.৬ **বরিশাল** জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার রঙ্গশ্রী ইউনিয়নের বাখরকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে কদমতলা স্টীল ব্রীজ ভায়া মোশারফ সিকদার হাজই-কুন্ডু বাড়ী পুল পর্যন্ত সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন চেইনেজ: ০০-১০০০মি: (আইডি নং- ৫০৬০৭৪২৫০) । স্কীমটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত স্কীমের তথ্যাদি (Physical Dimension) নিম্নরূপঃ

- সড়কটির দৈর্ঘ্য - ১.০০ কিঃমিঃ
- সড়কটির প্রস্থ - ৩.০৫ মিঃ (১০ ফুট)
- কাজের ধরণ - এইচবিবি

স্কীমের ব্যয়/অগ্রগতিঃ

- স্কীমের চুক্তিমূল্য - ৩৭,৭০,৭৯৪.০০ টাকা।
- চুক্তির মেয়াদ - ০৩/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০১৮
- ভৌত অগ্রগতি - ৭৮%
- আর্থিক অগ্রগতি - ২৮,৩৫,০০০.০০ টাকা।

এলসিএস দলের তথ্যঃ

- সভাপতির নাম : রিনা জাহান
- সেক্রেটারীর নাম : আয়েশা বেগম
- মোট সদস্য সংখ্যা : ২০ জন
- দল নম্বর : দল নং- ০১
- এলসিএস মনিটরিং কর্মকর্তার নাম : মোর্শেদা পারভীন।

পরিদর্শনকৃত কাজের নমুনা চিত্র

সরেজমিন পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নাধীন কাজ সম্পর্কিত তথ্যঃ

১. পরিদর্শনে দেখা যায় যে, সড়কটি এলসিএস মহিলা গ্রুপ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে। রাস্তাটিতে ব্যবহৃত ইটের মান সন্তোষজনক। উক্ত এলসিএস সদস্যরা জানায় যে, এই রাস্তার কাজ করার সুযোগ পেয়ে তারা আর্থিক ভাবে উপকৃত হয়েছে। তারা মজুরীর টাকা দিয়ে গবাদি পশু ক্রয়, শাক-সবজি চাষ, ছেলে-মেয়েদের লেখা পড়ার খরচ এবং কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ও করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিনিয়ত আঘাত হানে এই এলাকায়। কাজেই প্রাকৃতিক জনপদের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কাছে এই অর্থটাই আশির্বাদ স্বরূপ। এই ধরণের কাজ অত্র এলাকায় যাতে আরো বাস্তবায়িত হয় সেজন্য এলসিএস সদস্যরা পরিদর্শকারী টিমকে বিনীত অনুরোধ জানায়।

২. সড়কের উভয় পার্শ্বের সোল্ডার এবং পার্শ্ব ঢাল ড্রয়িং মোতাবেক যথাযথ আছে।

৩. সড়কটি বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকার জনদুর্ভোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। স্থানীয় জনগনের সাথে আলাপকালে তারা জানায় যে, রাস্তাটি প্রায় কাদাযুক্ত থাকত এবং জনগণের চলাচলে দূর্ভোগ সৃষ্টি হত। বর্তমানে সড়কটি এইচবিবি দ্বারা উন্নয়নের ফলে যাতায়াত পূর্বের তুলনায় অনেক সহজতর হয়েছে। স্থানীয় কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

মুহাম্মদ আমিন
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

১৫.১.৭ **পটুয়াখালী** জেলার সদর উপজেলার ইটবাড়িয়া ইউনিয়নের ইছাক জমাদ্দার কলেজ হতে চান্দুখা তোতার কালভার্ট পর্যন্ত সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন চেইনেজ: ০০-১২০০মি: (আইডি নং- ৫৭৮৯৫৪৩০৭) । স্কীমটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত স্কীমের তথ্যাদি (Physical Dimension) নিম্নরূপঃ

- সড়কটির দৈর্ঘ্য - ১.২০০ কিঃমিঃ
- সড়কটির প্রস্থ - ৩.৭ মিঃ (১২ ফুট)
- কাজের ধরণ - মাটি দ্বারা উন্নয়ন

স্কীমের ব্যয়/অগ্রগতিঃ

- স্কীমের চুক্তিমূল্য - ১০,০১,০৯৬.০০ টাকা।
- চুক্তির মেয়াদ - ২৫/০২/২০১৮-১৬/০৩/২০১৯
- ভৌত অগ্রগতি - ৮০%
- আর্থিক অগ্রগতি - ৭,৬২,৮০০.০০ টাকা।

এলসিএস দলের তথ্যঃ

- সভাপতির নাম : সাফিয়া
- সেক্রেটারীর নাম : খোদেজা
- মোট সদস্য সংখ্যা : ৩১জন
- দল নম্বর : দল নং-০১
- এলসিএস মনিটরিং কর্মকর্তার নাম : মোছাঃ শাহনেওয়াজ বেগম।

পরিদর্শনকৃত কাজের নমুনা চিত্র

সরেজমিন পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নাধীন কাজ সম্পর্কিত তথ্যঃ

১. সড়কটি সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, মহিলা এলসিএস গ্রুপ দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিদর্শনের সময় উক্ত এলসিএস সদস্যদের সহিত আলাপ হয়। আলাপকালে তারা টিমকে জানায় যে, এই রাস্তার কাজ করার সুযোগ পেয়ে তারা আর্থিক ভাবে উপকৃত হয়েছে। এ অঞ্চলের জীবন জীবিকা মূলত কৃষি, মৎস্য ও পশুপালনের সাথে জড়িত। তাছাড়া তারা এধরণের কাজে সম্পৃক্ততার ফলে পরিবারকে সাপোর্ট দিতে পারছে। গৃহের নানা জিনিস পত্রাদি ক্রয়সহ পরিবারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করছে। এলাকায় যাতে আরো এধরণের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা হয় সেজন্য টিমকে বিনীত অনুরোধ জানায়।

২. সড়কের উভয় পার্শ্বের পার্শ্ব ঢালে টার্ফিং স্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপন প্রয়োজন।

৩. সড়কটি বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকার জনদুর্ভোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব অনেকাংশে কমির হয়েছে। স্থানীয় জনগনের যাতায়াতের সুবিধাসহ কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি

১৫.১.৮ পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলার ইটবাড়িয়া ইউনিয়নের ইছাক জমাদ্দার কলেজ হতে চান্দুখা তোতার কালভার্ট পর্যন্ত সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন চেইনেজ: ১২০০-২৪৪০মি: (আইডি নং- ৫৭৮৯৫৪৩০৭) । স্কীমটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত স্কীমের তথ্যাদি (Physical Dimension) নিম্নরূপঃ

- সড়কটির দৈর্ঘ্য - ১.২৪০ কিঃমিঃ
- সড়কটির প্রস্থ - ৩.৭ মিঃ (১২ ফুট)
- কাজের ধরণ - মাটি দ্বারা উন্নয়ন

স্কীমের ব্যয়/অগ্রগতিঃ

- স্কীমের চুক্তিমূল্য - ১০,২১,৯২৭.০০ টাকা।
- চুক্তির মেয়াদ - ২৫/০২/২০১৮-১৬/০৩/২০১৯
- ভৌত অগ্রগতি - ৮০%
- আর্থিক অগ্রগতি - ৬,৭৬,৩০০.০০ টাকা।

এলসিএস দলের তথ্যঃ

- সভাপতির নাম : আলেয়া
- সেক্রেটারীর নাম : মিনারা
- মোট সদস্য সংখ্যা : ৩৫জন
- দল নম্বর : দল নং-০২
- এলসিএস মনিটরিং কর্মকর্তার নাম : মোছাঃ শাহনেওয়াজ বেগম।

পরিদর্শনকৃত কাজের নমুনা চিত্র

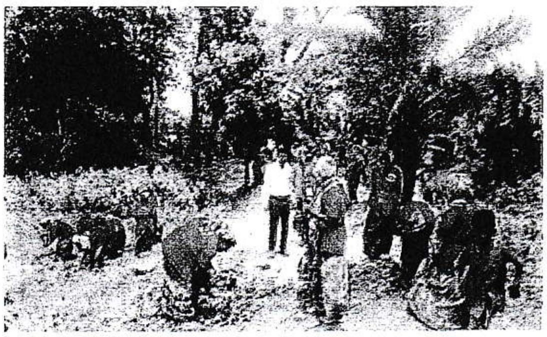

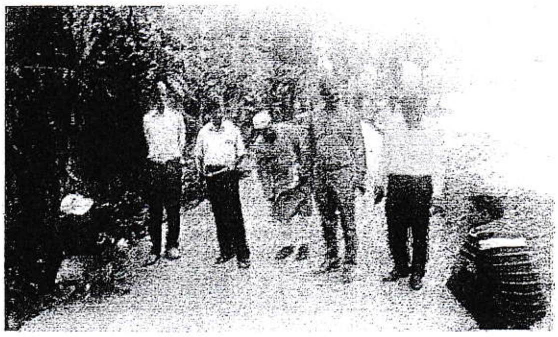

সরেজমিন পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নাধীন কাজ সম্পর্কিত তথ্যঃ

১. সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, এলসিএস মহিলা গ্রুপ দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। মহিলারা গ্রুপ ভিত্তিক সড়কের টেকসই ও সড়কের দুপাশের সোল্ডার কিভাবে রক্ষা করা যায় তা বিবেচনায় নিয়ে মাটি কেটে রাস্তা তৈরি করছে। পরিদর্শনের সময় উক্ত এলসিএস সদস্যদের সহিত আলাপকালে তারা জানায় যে, এক সময় এই এলাকার মানুষ অত্যন্ত গরীব ছিল। বিশেষ করে মহিলারা প্রায় গৃহের বাহিরে বের হতে পারত না। ফলে তাদেরকে গৃহে/সমাজে অনেক বঞ্চিত হতে হত। কিন্তু এ ধরণের কাজে সম্পৃক্ততার ফলে পরিবারে সাপোর্ট দেওয়ার পাশাপাশি তাদের আত্মমর্যাদা বেড়েছে। এই কাজ করার সুযোগ পেয়ে তারা আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছে এবং পরিবারে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

২. সড়কের উভয় পার্শ্বের পার্শ্ব ঢালে টার্ফিং স্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপন প্রয়োজন। বৃক্ষের কারণে রাস্তার যেন ক্ষতি না হয় সে বিষয়টিও মহিলারা অবগত।

৩. সড়কটি বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকার জনদুর্ভোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। স্থানীয় জনগনের যাতায়াতের সুবিধাসহ কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ

মোঃ আমিনুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি
সদর দপ্তর, ঢাকা।

১৫.১.৯ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের ঘোটাবাছা হতে মকিমপুর ডাকুয়া বাড়ী পর্যন্ত সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন চেইনেজ: ০০-১২০০মি: (আইডি নং- ৫৭৮৬৬৫০১২) । স্কীমটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত স্কীমের তথ্যাদি (Physical Dimension) নিম্নরূপঃ

- সড়কটির দৈর্ঘ্য - ১.২০০ কিঃমিঃ
- সড়কটির প্রস্থ - ৩.৭ মিঃ (১২ ফুট)
- কাজের ধরণ - মাটি দ্বারা উন্নয়ন

স্কীমের ব্যয়/অগ্রগতিঃ

- স্কীমের চুক্তিমূল্য - ৮,১২,২২২.০০ টাকা।
- চুক্তির মেয়াদ - ০৯/০১/২০১৮-৩১/০৫/২০১৮
- ভৌত অগ্রগতি - ১০০% (মে ২৪, ২০১৮ **তারিখে** কাজটি সমাপ্ত হয়েছে)
- আর্থিক অগ্রগতি - ৭,৯২,০১২.০০ টাকা।

এলসিএস দলের তথ্যঃ

- সভাপতির নাম : কনক রানী
- সেক্রেটারীর নাম : নিলুফা ইয়াসমিন
- মোট সদস্য সংখ্যা : ৩০ জন
- দল নম্বর : দল নং-০১
- এলসিএস মনিটরিং কর্মকর্তার নাম : সাবিনা ইয়াসমিন।

পরিদর্শনকৃত কাজের নমুনা চিত্র

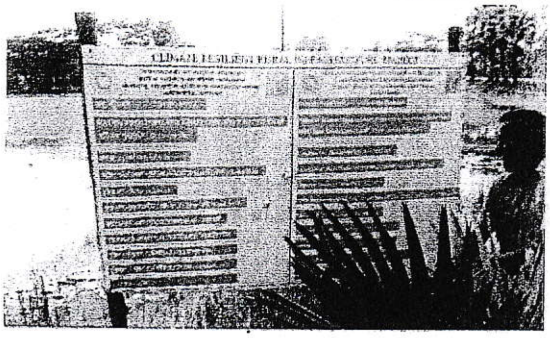

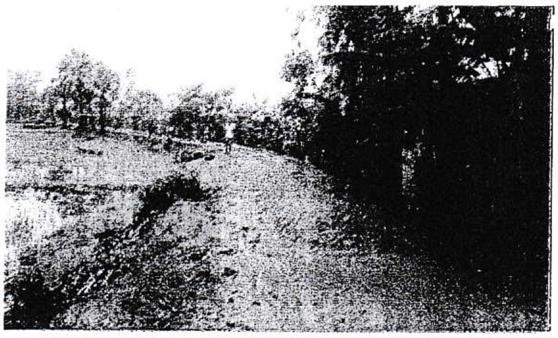

সরেজমিন পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নাধীন কাজ সম্পর্কিত তথ্যঃ

১. সড়কটি মহিলা এলসিএস গ্রুপ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে। পরিদর্শনের সময় উক্ত এলসিএস সদস্যদের সহিত আলাপকালে তারা জানায় যে, রাস্তা তৈরি, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তারা জলবায়ু সহনীয় এধরণের অবকাঠামোকে কিভাবে টেকসই করা যায় তা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জানতে পেরেছে। এক্ষেত্রে পরবর্তীতে এধরণের কাজের সুযোগ হলে তাদের এ প্রশিক্ষণ কাজে লাগবে।

২. গ্রামীণ সড়কে যে সকল মহিলারা কাজ করছে তারা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত অস্বচ্ছল পরিবারের বলে প্রতীয়মান হয়। এলসিএস মহিলারা বলেন যে, এ অঞ্চলে এধরণের কাজের কোন সুযোগ ছিল না। তবে রাস্তার কাজ করা সুযোগ পেয়ে তারা আর্থিক ভাবে সফল হওয়ার পাশাপাশি পরিবারে পুরুষের ন্যায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

৩. সড়কের উভয় পার্শ্বের পার্শ্ব ঢালে টার্ফিং স্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপন প্রয়োজন। সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি ও টেকসইকরণের লক্ষ্যে টারফিং-এর ব্যবহার করা হলে তা একদিকে যেমন সড়ক রক্ষায় অবদান রাখে অন্যদিকে পরিবেশের জন্য অনুকূল।

৪. সড়কটি বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকার জনদুর্ভোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। স্থানীয় জনগনের যাতায়াতের সুবিধাসহ কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

৫. কাজের গুনগত মান সন্তোষজনক এবং এ ধারা অব্যাহত রাখতে এ সকল সড়কের নিয়মি রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত জোরদার করা আবশ্যক।

সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আমিনুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সদর দপ্তর, ঢাকা।

১৫.১.১০ **পটুয়াখালী** জেলার কলাপাড়া উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের ঘোটাবাছা হতে মকিমপুর ডাকুয়া বাড়ী পর্যন্ত সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন চেইনেজ: ১২০০-২৩৫০মি: (আইডি নং- ৫৭৮৬৬৫০১২) ! স্কীমটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত স্কীমের তথ্যাদি **(Physical Dimension)** নিম্নরূপঃ

- সড়কটির দৈর্ঘ্য - ১.১৫০ কিঃমিঃ
- সড়কটির প্রস্থ - ৩.৭ মিঃ (১২ ফুট)
- কাজের ধরণ - মাটি দ্বারা উন্নয়ন

স্কীমের ব্যয়/অগ্রগতিঃ

- স্কীমের চুক্তিমূল্য - ৮,৮৩,৫৮১.০০ টাকা।
- চুক্তির মেয়াদ - ০৯/০১/২০১৮-৩১/০৫/২০১৮
- ভৌত অগ্রগতি - ১০০% (মে ২৪, ২০১৮ **তারিখে** কাজটি সমাপ্ত হয়েছে)
- আর্থিক অগ্রগতি - ৮,৬৬,৩৬২.০০ টাকা।

এলসিএস দলের তথ্যঃ

- সভাপতির নাম : শিল্পী রানী
- সেক্রেটারীর নাম : চপলা রানী
- মোট সদস্য সংখ্যা : ৩০ জন
- দল নম্বর : দল নং-০২
- এলসিএস মনিটরিং কর্মকর্তার নাম : সাবিনা ইয়াসমিন।

পরিদর্শনকৃত কাজের নমুনা চিত্র

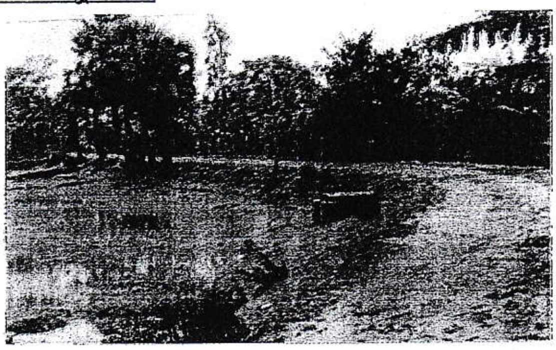

সরেজমিন পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নাধীন কাজ সম্পর্কিত তথ্যঃ

১. সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, সড়কটি এলসিএস মহিলা গ্রুপ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে।

২. সড়কটি নির্মাণের সাথে জড়িত এলসিএস সদস্যদের সাথে আলাপকালে জানা যায় যে, এই রাস্তার কাজ করার সুযোগ পেয়ে তারা আর্থিক ভাবে উপকৃত হয়েছে এবং সামাজিক ভাবে তারা আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে। এই ধরণের কাজ অত্র এলাকায় যাতে আরো বাস্তবায়িত হয় সেজন্য বিনীত অনুরোধ জানায়।

৩. সড়কের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে উভয় পার্শ্বের পার্শ্ব ঢালে টার্ফিং স্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে সড়কের সুরক্ষার লক্ষ্যে রাস্তার পার্শ্বের টার্ফিং অত্যন্ত উপযোগী বেলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৪. প্রাকৃতি দুর্যোগ নিয়মিত এ এলাকায় আঘাত হানে। এক্ষেত্রে সড়কটি এলাকার জনদুর্ভোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব হতে রক্ষা করছে। স্থানীয় জনগনের যাতায়াতের সুবিধাসহ কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে সহায়তা করছে।

পরিদর্শনকৃত কাজের গুনগত মান সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়। তবে যেহেতু প্রতিনিয়ত এ এলাকায় বন্য ঘূর্ণী ঝড় ও জলোচ্ছাসের মত দুর্যোগের কারণে প্রতি বছর সড়কসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ প্রেক্ষিত বিবেচনায় সড়কসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে যথাযথ মনিটরিং ও রুটিং মেইটেনেন্স করা দরকার বলে স্থানীয় জনগণ পরিদর্শন টিমকে অবহিত করেন।

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আনিসুল ওহাব
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি

১৫.১.১১ **পটুয়াখালী** জেলার কলাপাড়া উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের মাস্টার বাড়ী সাইক্লোন সেন্টার (আরএইচডি) হতে গামুরতলা মসজিদ পর্যন্ত সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন চেইনেজ: ০০-৭০০মি: (আইডি নং- ৫৭৮৬৬৫৪৫৫)। স্কীমটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত স্কীমের তথ্যাদি (Physical Dimension) নিম্নরূপঃ

- সড়কটির দৈর্ঘ্য - ০.৭০০ কিঃমিঃ
- সড়কটির প্রস্থ - ৩.০৫ মিঃ (১০ ফুট)
- কাজের ধরণ - এইচবিবি

স্কীমের ব্যয়/অগ্রগতিঃ

- স্কীমের চুক্তিমূল্য - ২৫,৩৭,২৪০.০০ টাকা।
- চুক্তির মেয়াদ - ১২/০২/২০১৮-৩১/১২/২০১৮
- ভৌত অগ্রগতি - ১০০% (মে **২০, ২০১৮ তারিখে** কাজটি সমাপ্ত হয়েছে)
- আর্থিক অগ্রগতি - ২৫,৩০,২২৩.০০ টাকা।

এলসিএস দলের তথ্যঃ

- সভাপতির নাম : ফাতেমা
- সেক্রেটারীর নাম : মালতি
- মোট সদস্য সংখ্যা : ২০ জন
- দল নম্বর : দল নং-০১
- এলসিএস মনিটরিং কর্মকর্তার নাম : সাবিনা ইয়াসমিন।

পরিদর্শনকৃত কাজের নমুনা চিত্র

সরেজমিন পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নাধীন কাজ সম্পর্কিত তথ্যঃ

১. পরিদর্শনে দেখা যায় যে, সড়কটি মহিলা এলসিএস গ্রুপ দ্বারা ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত এলসিএস সদস্যদের সাথে আলাপকালে তারা জানায় যে, এই রাস্তার কাজ করার সুযোগ পেয়ে তারা আর্থিক ভাবে উপকৃত হয়েছে। তাদের এই মজুরী দিয়ে পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি ছেলে মেয়েদের পড়ালেখা, ক্ষুদ্র ব্যবসা বাণিজ্য, বাড়ীর আঙিনায় ক্ষুদ্র পরিসরে সবজী চাষ তথা আয়বর্ধক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। এলসিএস মহিলা দলের সভাপতি ফাতেমা বলেন যে, তাদের এ আয়ের কারণে পরিবারে তাদের সম্মান ও মর্যাদা বেড়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এধরণের কাজের সুযোগ পেলে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান ও পরিবারের দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হবে।

২. সড়কের উভয় পার্শ্বের সোল্ডার এবং পার্শ্ব ঢাল যথাযথ ভাবে হওয়ায় জোয়ারের সময় পানি অতি দ্রুত নিষ্কাশন হচ্ছে। তাছাড়া সড়কের টেকসই-এর লক্ষ্যে উভয় ঘাস রোপন করায় অতি সহজে সড়কের কম্পেকশন হচ্ছে।

৩. সড়কটি বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকার জনদুর্ভোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। স্থানীয় জনগণের সাথে আলাপকালে তারা জানায় যে, রাস্তাটি প্রায় কাদাযুক্ত থাকত এবং জনগণের চলাচলে দুর্ভোগ সৃষ্টি হত। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে স্কুল, হাসপাতাল/কমিউনিটি ক্লিনিক এবং স্থানীয় বাজারে যেতে অসুবিধা হত। বর্তমানে সড়কটি উন্নয়নের ফলে যাতায়াত পূর্বের তুলনায় অনেক সহজ হয়েছে। স্থানীয় কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হয়েছে, পরিবহন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি এ এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে সহায়তা করছে।

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক

সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫.১.১২ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের মাস্টার বাড়ী সাইক্লোন সেন্টার (আরএইচডি) হতে গামুরতলা মসজিদ পর্যন্ত সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন চেইনেজ: ৭০০-১৩১৫মি: (আইডি নং- ৫৭৮৬৬৫৪৫৫)। স্কীমটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত স্কীমের তথ্যাদি (Physical Dimension) নিম্নরূপঃ

- সড়কটির দৈর্ঘ্য - ০.৬১৫ কিঃমিঃ
- সড়কটির প্রস্থ - ৩.০৫ মিঃ (১০ ফুট)
- কাজের ধরণ - এইচবিবি

স্কীমের ব্যয়/অগ্রগতিঃ

- স্কীমের চুক্তিমূল্য - ২২,৯০,৮৭৭.০০ টাকা।
- চুক্তির মেয়াদ - ১২/০২/২০১৮-৩১/১২/২০১৮
- ভৌত অগ্রগতি - ১০০% (মে **২০**, ২০১৮ **তারিখে** কাজটি সমাপ্ত হয়েছে)
- আর্থিক অগ্রগতি - ২২,৭৬,২৭৪.০০ টাকা।

এলসিএস দলের তথ্যঃ

- সভাপতির নাম : নাসরিন
- সেক্রেটারীর নাম : জাহানারা
- মোট সদস্য সংখ্যা : ২০ জন
- দল নম্বর : দল নং-০২
- এলসিএস মনিটরিং কর্মকর্তার নাম : সাবিনা ইয়াসমিন।

পরিদর্শনকৃত কাজের নমুনা চিত্র

সরেজমিন পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নাধীন কাজ সম্পর্কিত তথ্যঃ

১. সড়কটি পরিদর্শনের সময় নির্মাণের সাথে সম্পৃক্ত এলসিএস সদস্যদের সাথে আলাপকালে জানা যায় যে, তারা নিয়মিত কাজ করার সুযোগ পেয়ে আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছে।

২. সড়কের উভয় পার্শ্বে যে সকল স্থানে ডোবা/গর্ত রয়েছে সেখানে পর্যাপ্ত মাটি দেওয়ায় সোল্ডার মজবুত হয়েছে।

৩. সড়কটি বাস্তবায়নের পূর্বে এ এলাকার কৃষিজীবি, মৎসজীবি ও অন্যান্য পেশার মানুষদেরকে প্রায় দুই কিলোমিটার ঘুরে মূল সড়কে আসতে হত। তাছাড়া দারিদ্র পীড়িত এবং অস্বচ্ছল মানুষগুলোর ইউনিয়ন পরিষদ হতে সেবা পেতে অসুবিধা হতো। এ রাস্তাটি তৈরী করার ফলে ইউনিয়ন পরিষদের পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সহজতর হয়েছে।

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা

সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫.১.১৩ বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার চাওড়া ইউনিয়নের চাওড়া ইপি অফিস হতে হলদিয়া বাজার ভায়া তালুকদার হাট পর্যন্ত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ চেইনেজ: ৮৩৭৫-৯০০০মি: (আইডি নং- ৫০৪০৯৩০০১) । স্কীমটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত স্কীমের তথ্যাদি (Physical Dimension) নিম্নরূপঃ

- সড়কটির দৈর্ঘ্য - ০.৬২৫ কিঃমিঃ
- সড়কটির প্রস্থ - ৩.০৫ মিঃ (১০ ফুট)
- Dense Carpeting - ২৫ মি.মি.

স্কীমের ব্যয়/অগ্রগতিঃ

- স্কীমের চুক্তিমূল্য - ২০,৭২,৭৪৮.০০ টাকা।
- চুক্তির মেয়াদ - ২২/০৫/২০১৭-২১/০৫/২০১৮
- ভৌত অগ্রগতি - ১০০%
- আর্থিক অগ্রগতি - ৮,২৯,০০০.০০ টাকা।

এলসিএস দলের তথ্যঃ

- সভাপতির নাম : সালমা
- সেক্রেটারীর নাম : মাজেদা
- মোট সদস্য সংখ্যা : ২০ জন
- দল নম্বর : দল নং-০১
- এলসিএস মনিটরিং কর্মকর্তার নাম : মোছাঃ শামসুন নাহার লাভলী।

পরিদর্শনকৃত কাজের নমুনা চিত্র

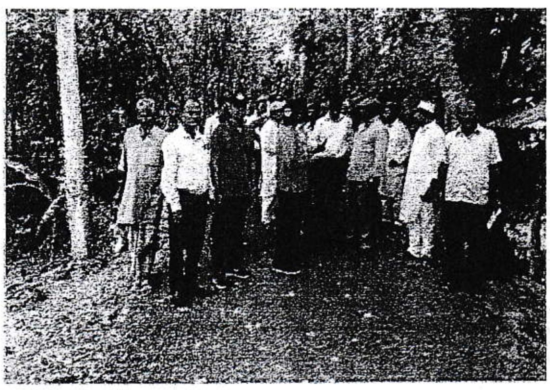

সরেজমিন পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নাধীন কাজ সম্পর্কিত তথ্যঃ

১. পরিদর্শনে দেখা যায় যে, আমতলী উপজেলার এ সড়কটি এলসিএস গ্রুপ দ্বারা মেইটেনেন্স করা হয়েছে। এ সড়কের মধ্যে এ এলাকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অবকাঠামো তথা হলদিয়া বাজার ও তালুকদার হাট থাকায় সপ্তাহে দুই দিন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্রেতা ও বিক্রেতার একমাত্র চলাচলের মাধ্যম। দীর্ঘ্য দিন পর সড়কটি মেরামত হওয়ায় এ এলাকার জনসাধারণের জীবন যাপন ও ব্যবসা বাণিজ্যে গতিশীলতা এসেছে।

২. Dense Carpeting এর Thickness এবং Pavement এর Width সঠিক পাওয়া গেছে। সড়কটির উভয় পার্শ্বের সোল্ডার ভাল রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এলাকাটি দুর্যোগ প্রবণ হওয়ায় এ সড়কের ন্যায় এ অঞ্চলের অন্যান্য সড়ক মেইনটেনেন্স-এর আওতায় আনা প্রয়োজন বলে স্থানীয় জনসাধারণ টিমকে জানান।

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫.১.১৪ বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার চাওড়া ইউনিয়নের চাওড়া ইপি অফিস হতে হলদিয়া বাজার ভায়া তালুদকার হাট পর্যন্ত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ চেইনেজ: ৯০০০-৯৬১৫মি: (আইডি নং- ৫০৪০৯৩০০১) । স্কীমটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত স্কীমের তথ্যাদি (Physical Dimension) নিম্নরূপঃ

- সড়কটির দৈর্ঘ্য - ০.৬১৫ কিঃমিঃ
- সড়কটির প্রস্থ - ৩.০৫ মিঃ (১০ ফুট)
- Dense Carpeting - ২৫ মি.মি.

<u>স্কীমের ব্যয়/অগ্রগতিঃ</u>

- স্কীমের চুক্তিমূল্য - ১৯,৯৩,৭৫৪.০০ টাকা।
- চুক্তির মেয়াদ - ২২/০৫/২০১৭-২১/০৫/২০১৮
- ভৌত অগ্রগতি - ১০০%
- আর্থিক অগ্রগতি - ৭,৯০,০০০.০০ টাকা।

<u>এলসিএস দলের তথ্যঃ</u>

- সভাপতির নাম : নন্দ রানী
- সেক্রেটারীর নাম : চয়নিকা
- মোট সদস্য সংখ্যা : ২০ জন
- দল নম্বর : দল নং-০২
- এলসিএস মনিটরিং কর্মকর্তার নাম : মোছাঃ শামসুন নাহার লাভলী।

পরিদর্শনকৃত কাজের নমুনা চিত্র

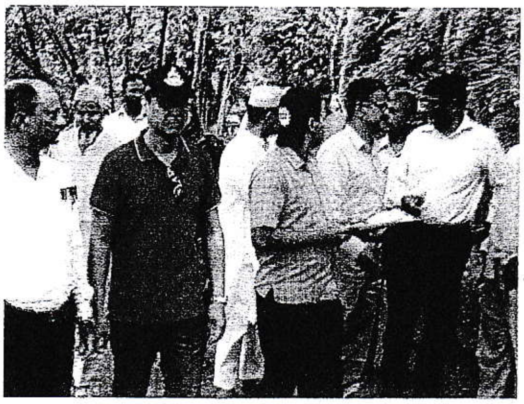

<u>সরেজমিন পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নাধীন কাজ সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>

১. এলসিএস গ্রুপ দ্বারা এ সড়কটির মেরামত করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত এ গ্রুপের প্রতিটি সদস্য এ সড়ক মেরামতের সাথে জড়িত এবং গ্রুপের সদস্যদের নিকট থেকে জানা যায় যথাযথ ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী রাস্তার প্রশস্ততা বিবেচনায় নিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।

২. সড়কের Dense Carpeting, Thickness এবং Pavement এর Width পর্যবেক্ষনে দেখা যায় যে সড়কটির প্রশস্ততা ও উপযোগিতা অনুযায়ী যথাযথভাবে মেরামত করা হয়েছে।

৩. সড়কটি রক্ষণাবেক্ষণের ফলে অত্র এলাকার জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থার অধিকতর উন্নতি হয়েছে। স্থানীয় কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর হয়েছে, পরিবহন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া অস্বচ্ছল পরিবারে স্বচ্ছলতা আসছে।

মুহাম্মদ আমিনুল শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

খাল পুনঃখনন

১৫.১.১৫ বিবেচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের নিতাই বাজার হতে ত্রিমোহনী পর্যন্ত খান পুনঃখনন কাজের গ্রুপ ভিত্তিক পরিদর্শনকৃত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

গ্রুপ-০১ : চেইনেজ ০০-৪৫০মিঃ,

গ্রুপ-০২ : চেইনেজ ৪৫০-৯০০মিঃ এবং

গ্রুপ-০৩ : চেইনেজ ৯০০-২২০০মিঃ)

কাজের বিবরণ	গ্রুপ-০১ (চেইনেজ ০০-৪৫০মিঃ কাজের তথ্যাদি)	গ্রুপ-০২ (চেইনেজ ৪৫০-৯০০মিঃ কাজের তথ্যাদি)	গ্রুপ-০৩ (চেইনেজ ৯০০-২২০০মিঃ কাজের তথ্যাদি)
Physical Dimension	খালের দৈর্ঘ্য - ০০-৪৫০মিঃ খালের গড় প্রস্থ - ৫.৫ মিঃ কাজের ধরণ - খাল পুনঃখনন	খালের দৈর্ঘ্য - ৪৫০-৯০০মিঃ খালের গড় প্রস্থ - ৫.৫ মিঃ কাজের ধরণ - খাল পুনঃখনন	খালের দৈর্ঘ্য - ৯০০-২২০০মিঃ খালের গড় প্রস্থ - ৫.৫ মিঃ কাজের ধরণ - খাল পুনঃখনন
স্কীমের ব্যয়/ অগ্রগতি	স্কীমের চুক্তিমূল্য - ১১,৫৫,০৬৮.০০ টাকা। চুক্তির মেয়াদ -১৫/০৩/২০১৮-৩০/০৬/২০১৮ ভৌত অগ্রগতি - ১০০% (মে ২৭, ২০১৮ তারিখে কাজটি সমাপ্ত হয়েছে) আর্থিক অগ্রগতি - ৯,৮৬,৯৫০.০০ টাকা।	স্কীমের চুক্তিমূল্য - ৯,৮৫,৭২৮.০০ টাকা। চুক্তির মেয়াদ - ১৫/০৩/২০১৮-৩০/০৬/২০১৮ ভৌত অগ্রগতি - ১০০% (মে ১০, ২০১৮ তারিখে কাজটি সমাপ্ত হয়েছে) আর্থিক অগ্রগতি - ৭,৬৩,৩৭৫.০০ টাকা।	স্কীমের চুক্তিমূল্য - ১৩,০০,২৫৩.০০ টাকা। চুক্তির মেয়াদ - ১৫/০৩/২০১৮-৩০/০৬/২০১৮ ভৌত অগ্রগতি - ১০০% (মে ৩১, ২০১৮ তারিখে কাজটি সমাপ্ত হয়েছে) আর্থিক অগ্রগতি - ১১,৪৫,৭০৫.০০ টাকা।
এলসিএস দলের তথ্য	সভাপতির নাম: মায়া বাড়ৈ সেক্রেটারীর নাম : কাজলি মোট সদস্য সংখ্যা : ৩০ জন এলসিএস মনিটরিং কর্মকর্তার নাম : শিখা রানী কর্মকার।	সভাপতির নাম : স্মৃতি সেক্রেটারীর নাম : রিতা মোট সদস্য সংখ্যা : ৩০ জন এলসিএস মনিটরিং কর্মকর্তার নাম : শিখা রানী কর্মকার।	সভাপতির নাম : মনিকা সেক্রেটারীর নাম : কুসুম মোট সদস্য সংখ্যা : ৩০ জন এলসিএস মনিটরিং কর্মকর্তার নাম : শিখা রানী কর্মকার।

মোঃ আনিসুল ওয়াহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
পিআরআরআইপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

মুহাম্মদ আজিম শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান

পরিদর্শনকৃত কাজের নমুনা চিত্র (এলসিএস গ্রুপ-১)

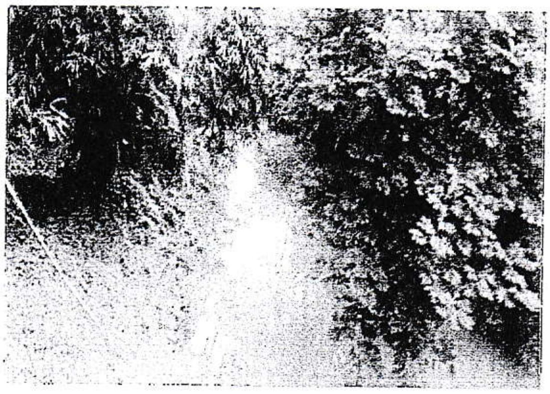

পরিদর্শনকৃত কাজের নমুনা চিত্র (এলসিএস গ্রুপ-২)

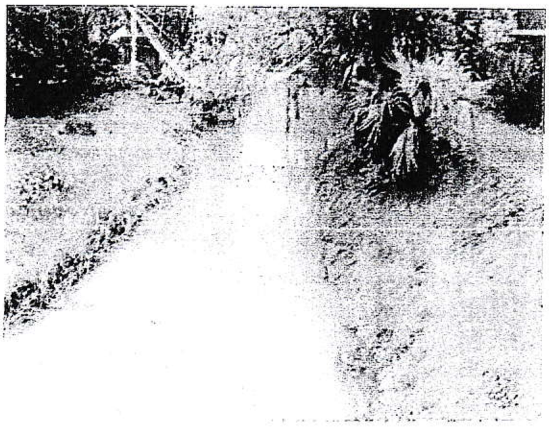

পরিদর্শনকৃত কাজের নমুনা চিত্র (এলসিএস গ্রুপ-৩)

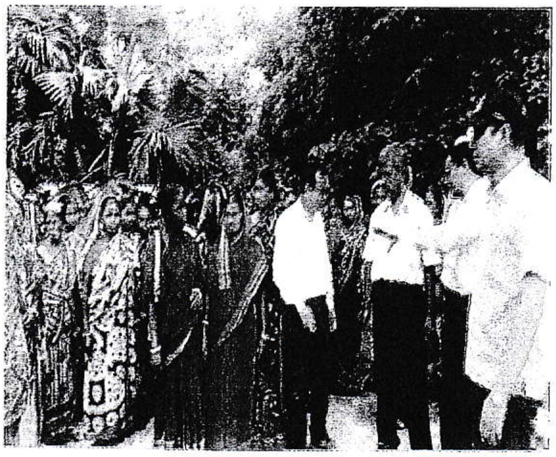

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআইআরডিপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরেজমিন পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নাধীন কাজ সম্পর্কিত তথ্যঃ

১. মাঠ পর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শনের সময় স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের নিতাই বাজার হতে ত্রিমোহনী পর্যন্ত খালটি এই এলাকার মানুষের জীবন জীবিকার সাথে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত ছিল। এ খালের পানির সাহায্যে একদিকে যেমন কৃষি আবাদ করা হত অন্যদিকে বর্ষা মৌসুম এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা বন্যার পানি এ খালের সাহায্যে মধুমতি নদীতে গিয়ে পড়ত। এ এলাকার অসংখ্য মানুষ মৎস্য আহরণ করে জীবিকানির্বাহ করত। এমনকি এ খালটি মানুষের চিত্তবিনোদনেরও উৎস ছিল যেমন নৌকা বাইচ। অন্যান্য নৌ-চালিত যানবাহনের মাধ্যমে অল্প সময়ে গন্তব্য স্থানে পৌছানো যেতো। কিন্তু দীর্ঘ দিন অবহেলিত এবং পুনঃখনন না করায় খালটি পলি ভরাট হয়ে মৃত খালে পরিণত হয়। এ খালটি পুনঃখননের ফলে একদিকে যেমন কৃষি আবাদে সহায়ক হয়েছে। অন্যদিকে গ্রামের অভ্যন্তরের জলাবদ্ধতা নিরসন, ছোট খাল নৌ-চলাচল এবং শুষ্ক মৌসুমে এ খালের পানি দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া, স্থানীয় জনগণ আরও জানান যে, এ খালটি পুনঃখননের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুরক্ষায় সহায়ক হয়েছে।

২. খালটিতে পানি প্রবাহ যথাযথ হওয়ার সুবিধার্থে খালটির বিভিন্ন অংশে স্লুইস গেট, পানি নিষ্কাশন/অপসারণের পথ রাখা হয়েছে।

৩. খালটি খননের সময় খালের দুই পাড়ে বাঁধের পার্শ্বে পর্যাপ্ত মাটি সরবরাহ করায় উভয় পার্শ্বের বেড়ী বাঁধের উপর দিয়ে মানুষের চলাচল ও যাতায়াত সুগম হয়েছে।

৪. খালের সাইড স্লোপ এবং খালের Width অনুমোদিত ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন হওয়ায় খালের পানির প্রবাহ যথাযথ আছে।

৫. পরিদর্শনের সময় আরও প্রতীয়মান হয়েছে যে, এলসিএস গ্রুপের সাথে চুক্তি অনুযায়ী কাজ যথাযথ হয়েছে। তবে খালটির পানির প্রবাহ ও উপযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২/৩ বছর পর পর Bottom Sediment অপসারণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৬. প্রকল্প এলাকায় ছোট এবং বড় অসংখ্য নদী থাকায় বর্ষা মৌসুম এবং অন্যান্য সময়ে মানুষের চলাচলে অসুবিধা হয়। কিন্তু বিভিন্ন লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত খালসমূহ পুনঃসংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে এ এলাকার মানুষ জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব হতে সুরক্ষা পাবে। কৃষি ও আবাদি জমির ফলন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ হবে। সর্বোপরি গরীব/অস্বচ্ছল মানুষের দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হবে। এসকল উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে স্থানীয় জনগণ পরিদর্শন টিমকে প্রকল্প এলাকার আরও খাল পুনঃখননের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানায়।

৭. PRA এর মাধ্যমে স্কীম গ্রহনে স্থানীয় সুবিধাভোগী অংশগ্রহণ করায় প্রকল্পটির উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় অর্থায়ন পর্যাপ্ত না হওয়ায় স্কীমের অগ্রাধিকার গ্রহণ ও নির্বাচনে অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে।

৮. জিওবি ও দাতা সংস্থার TA Staff দের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা আছে। TA Staff গণ জিওবি'র/প্রকল্প পরিচালকের নিয়ন্ত্রণে না থেকে সরাসরি দাতা সংস্থা/তার প্রতিনিধির (সিনিয়র এ্যাডভাইজর) নিয়ন্ত্রণে থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে বিঘ্ন হচ্ছে।

মোঃ আনিসুল ওহাব
প্রকল্প পরিচালক

মুহাম্মাদ জাহিদ শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান

১৭.০ সুফলভোগীদের মতামতঃ

জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (CRRIP) এর কাজ বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট এলসিএস সদস্যরা আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছে। কোন কোন অঞ্চলে গ্রামের হতদরিদ্র/দুঃস্থ মহিলাদের বিকল্প কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। এই প্রকল্পের কাজের সাথে সংযুক্ত থাকার ফলে কাজ শেষে চূড়ান্ত বিলের সময় তারা একটা বড় অংকের টাকা হাতে পায়। যার দ্বারা তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া, কোন এলসিএস সদস্যের বিবাহ উপযোগী ছেলে-মেয়েদের বিবাহ প্রদান, কেউ কেউ গরু-ছাগল ক্রয় করে লালন পালন করে। এছাড়া কেউ কেউ ছোট খাট ব্যবসা বাণিজ্য করে অথবা চাষের জমি লীজ নিয়ে ফসল উৎপাদন করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করছে।

এই প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো নির্মাণের ফলে সার্বিক ভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে কমিউনিটি ক্লিনিক, দুর্যোগকালীন সময়ে নিরাপদ স্থান/সাইক্লোন সেন্টারে পৌছানো, স্কুল-কলেজে যাতায়াত, কৃষিজাত পণ্য সহজে বাজারজাতকরণসহ স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তদুপরী সড়কের পার্শ্বের জমির মূল্য আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮.০ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের মতামতঃ

জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামা প্রকল্প (CRRIP) টি এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্পের তুলনায় একটু ভিন্নতর। জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ ছাড়াও গ্রামীন হতদরিদ্র/দুঃস্থ বিশেষ করে মহিলা এলসিএস চুক্তিবদ্ধ দলের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের ফলে তাদের পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পটির স্কীম নির্ধারণে Local Level Planning (PRA) এর প্রভিশন থাকায় জনগণের সরাসরি মতামতের ভিত্তিতে এবং Planning Workshop এর মাধ্যমে স্কীমসমূহ গৃহীত হয়েছে। ফলে স্থানীয় জনগণ জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে অধিকতর সচেতন, স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতার ভূমিকার কারণে জনগণের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, এলসিএস সদস্যদের Functional Literatury এই প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত থাকায় এলসিএস সদস্যগণ অক্ষরজ্ঞানসহ স্বাক্ষরতা শিখে ছোটখাট হিসাব করে যাতে তারা দোকান অথবা ব্যবসা করতে পারে এ বিষয়ে তাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রত্যেকটি স্তরে Human Rights নিশ্চিত করা হয়েছে। এলসিএস দ্বারা কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেকটি স্তরে অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন। প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কাজের গুনগত মান প্রশংসনীয়।

১৯.০ উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃবৃন্দের মতামতঃ

জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামা প্রকল্প (CRRIP) বাস্তবায়নে হতদরিদ্র, দুঃস্থ ও অবহেলিত জনগোষ্ঠি তথা দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকায় এধরণের প্রকল্প আরও বাস্তবায়ন করা জরুরী। সরাসরি মহিলাদের সম্পৃক্ততা থাকায় আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের গুরুত্ব বাড়ছে। প্রকল্পে স্কীমসমূহ বাস্তবায়নের সময় মনিটরিং/পরিদর্শনে দেখা গেছে যে, পুরুষের তুলনায় মহিলারা অত্যন্ত মনযোগী এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করলে জলবায়ু সহনশীল টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে এলসিএস গ্রুপ অনুকরণীয় হতে পারে।

২০.০ স্থানীয় জনসাধারণ/যানবাহন চালকদের মতামতঃ

এ প্রকল্পের মাধ্যমে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের ফলে যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি, দুর্যোগকালীন সময়ে সাইক্লোন সেন্টারে পৌঁছানো এবং রোগীদের সেবার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক/স্থানীয় হাসপাতালে যাতায়াত সহজতর হয়েছে। কৃষিপন্য বাজারজাতকরণ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন যন্ত্রচালিত যানবাহন যেমন: রিক্সা, ভ্যান, অটো রিক্সা, ট্যাম্পু, সিএনজি ইত্যাদির চালকগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যা কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ গ্রামের অবহেলিত জনগোষ্ঠির হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং শহর অঞ্চলের যাতায়াতের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করছে।

২১.০ **উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অভিযোগের সত্যতা নিরুপণ:**

২১.১ প্রকল্পের চলমান কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি (টিএ স্টাফ) এবং স্থানীয় প্রতিনিধি ও মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প কাজের সুফলভোগীদের সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে জানা যায় যে, প্রকল্পটির কাজ বাস্তবায়নে নির্ধারিত দুঃস্থ মহিলা শ্রমিক (৮০:২০) পাওয়া যায় না। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি এবং গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশে স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা শ্রমিক পাওয়া পর্যাপ্ত নয়। এছাড়া ভারি কাজ যেমন: খাল/পুকুর খনন এবং কালভার্ট নির্মাণ/কার্পেটিং এর কাজ মহিলা শ্রমিক দ্বারা করা সম্ভব নয়। এসকল কাজ পুরুষ এবং মেশিন দিয়ে করাই শ্রেয়। কিন্তু দাতা সংস্থা মহিলার পরিবর্তে পুরুষ শ্রমিক এবং মেশিন ব্যবহার করতে আদৌ আগ্রহী নয়। এছাড়া সড়ক নির্মাণ কাজে স্থানীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদেরকে জমির মূল্য প্রদানেও দাতা সংস্থা আগ্রহী নন। তাছাড়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরকে প্রকল্প কাজে জড়িত হওয়ার বিষয়টিকে দাতা সংস্থা প্রভাব বিস্তার হিসাবে মনে করে। এসকল কারণে দাতা সংস্থা তদের অর্থায়নে প্রকল্পটির কাজ স্থগিত করে শুধুমাত্র চলমান কাজ শেষ করে জুন/২০১৯ এর পরে দাতা সংস্থা তাদের অংশের কাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে কাজের গুনগতমান সম্পর্কে তাদের বিরূপ মন্তব্য নাই এবং জিওবি অর্থায়নে কাজ বাস্তবায়নে দাতা সংস্থার কোন আপত্তি নাই।

২১.২ প্রকল্পটির কাজ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে এবং পরিদর্শন শেষে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সরকারী ও দাতা সংস্থার TA (Technical Assiatance) কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, প্রকল্পটি ECNEC কর্তৃক অনুমোদনের পর দাতা সংস্থা কর্তৃক অর্থায়নের পূর্বে ডেনমার্ক হতে একটি উচ্চ প্রতিনিধি দল (ডেনমার্কের মান্যবর উন্নয়ন মন্ত্রী ও প্রিন্সেস) প্রকল্প এলাকার কাজ দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং পরিদর্শন করেন। উক্ত উচ্চ প্রতিনিধিদের পরিদর্শনের পূর্বে ডেনমার্কের মান্যবর রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের একাধিক কর্মকর্তা প্রকল্প কাজ অগ্রীম পরিদর্শন করেন। এতে করে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আর্থিক ও কর্মব্যস্ততার সম্মুখীন হতে হয়। দাতা সংস্থার অর্থায়ন না থাকায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বাধ্য হয়ে এলজিইডি হতে ধার করে LCS মহিলাদের সংগঠিত করে প্রকল্পের কাজ শুরু করে এবং উক্ত পরিদর্শন সফলভাবে শেষ করেন। এবিষয়ে পরবর্তীতে দাতা সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত তদন্ত/নিরীক্ষা দল কর্তৃক আপত্তি উত্থাপিত হয়। প্রকল্পে অর্থায়নের পূর্বে কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য ডেনমার্কের এধরণের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদেরকে প্রকল্প কাজ পরিদর্শনে দাতা সংস্থার আগ্রহ ও উদ্যোগের বিষয়টি অনাকাঙ্খিত।

২২.০ **বিভিন্ন বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন স্কীমের উপযুক্ততা:**

২২.১ **সড়ক নির্মাণের উপযোগিতা:** জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামা প্রকল্প (CRRIP) এর মাধ্যমে বর্ণিত সড়কসমূহ নির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, কৃষিজাত পণ্য সহজে বাজারজাতকরণ, দুর্যোগকালীন সময়ে সহজে নিরাপদ স্থানে পৌঁছানো এবং গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াত সহজতর হয়েছে।

২২.২ **ড্রেনেজ স্ট্রাকচার নির্মাণের** উপযোগিতা: জলাবদ্ধতা নিরসন এবং কৃষি জমির পানি নিস্কাশনের সুবিধার্থে ড্রেইনেজ সট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে।

২২.৩ খাল পুনঃখননের উপযোগিতা: **কৃষি জমিতে সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ/বন্যার পানি নিস্কাশনের জন্য খাল পুনঃখনন করা হয়েছে।**

২২.৪ **বিভিন্ন সড়কের বাঁধ/স্লোপ প্রোটেকশনের** উপযোগিতা: অতিবৃষ্টির কারণে রেইন কাট হয়ে নির্মিত সড়কের পার্শ্ব ঢাল ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য রাস্তার পার্শ্বে স্লোপ প্রোটেকশন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআইপি ... ঢাকা।

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
... সরকার বিভাগ

২২.৫ **পুকুর পুনঃখননের উপযোগিতা:** উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততার কারণে সুপেয় পানির অভাব থাকায় পুকুর খননের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি ধারণ করে পানির অভাব দূরকরণ এবং দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের জন্য পুকুর খনন/পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২২.৬ **গ্রামীণ হাট উন্নয়নের উপযোগিতা:** কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার্থে তথা স্থানীয় জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সহজপ্রাপ্যতার জন্য গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন করা হয়েছে।

২২.৭ **নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস সম্প্রসারণের উপযোগিতা:** সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাওয়ার মাঠ পর্যায়ে তদারকি কাজের সুবিধার্থে অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হয়। এ প্রেক্ষিতে পুরাতন ভবনে অফিসিয়াল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের বসার স্থানের সংকুলান না হওয়ায় নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস ভবন সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

২৩.০ প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জঃ

২৩.১ আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্দেশিকায় এলসিএস সদস্যদের মহিলা-পুরুষের আনুপাতিক হার ৮০:২০ উল্লেখ আছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে এবং গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশের ফলে মহিলাদের সুবিধাজনক কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় পূর্বের ন্যায় নারী এলসিএস কর্মী কোন কোন ক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় কাজ বাস্তবায়নে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে;

২৩.২ স্থানীয় জনসাধারণ অনেক সময় কৃষি জমির মাটি দিতে অনিহা প্রকাশ করে। অনেক ক্ষেত্রে জমির মালিকগণ মাটির মূল্য দাবী করে থাকেন;

২৩.৩ প্রকল্পের আওতায় ভারী কাজ যেমন: কার্পেটিং, পুকুর/খাল খনন, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি কাজগুলো গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের দ্বারা বাস্তবায়ন সহজসাধ্য নয়।

২৩.৪ প্রকল্পে অর্থায়নের চেয়ে স্থানীয় উন্নয়ন কাজের চাহিদা বেশি থাকায় PRA এর মাধ্যমে স্কীম বাছাই ও গ্রহণ সকল ক্ষেত্রে সহজসাধ্য হয় না।

২৩.৫ কখনও কখনও বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী যেমন-ইট, পাথর, বিটুমিন, রড ইত্যাদির অপতুলতা দেখা দেয় বা মূল্য বেড়ে যায়। ফলে এলসিএস কর্মীগণ নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হয় না। এপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়না;

২৩.৬ সাধারণতঃ প্রায় প্রতি ২ বছর অন্তর এলজিইডি'র রেট সিডিউল পরিবর্তন হয়। ফলে দেখা যায় প্রকল্প শুরুর ৩য় বছর থেকেই ডিপিপি'র প্রাক্কলিত মূল্যে কোন স্কীমের কাজ করা সম্ভব হয় না। এতে প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়;

২৩.৭ রাস্তা নির্মাণ বা প্রশস্তকরণের জন্য কখনও গাছ কাটার প্রয়োজন হলে তার সমাধান করতেও অনেক সময় ব্যয় হয়।

২৩.৮ অনাকাঙ্খীত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনেক সময় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ কাজসমূহ সংস্কারের জন্য প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং নির্ধারিত সময়ে কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়না;

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

২৩.৯ লবণক্ততা উপকূলীয় এলাকায় বড় সমস্যা। মিঠা পানি না পাওয়ায় এখানে কিউরিং-এ সমস্যা হয়;

২৩.১০ বাজার অংশে অনেক ক্ষেত্রে পানি নিষ্কাশণে যথেষ্ট সুবিধা না থাকায় রাস্তার উপরে বা পাশে পানি জমে থাকে। এতে সড়কের স্থায়িত্ব কমে যায় এবং যানবাহন চলাচলের ফলে সড়ক সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়;

২৩.১১ শুষ্ক মৌসুমে খন্ডকালীন সময়ের জন্য ৮০:২০ আনুপাতিক হারে মহিলা শ্রমিক প্রাপ্তির দুষ্প্রাপ্যতার এবং খাল/পুকুর খননসহ পাকা ও ভারী কাজ মহিলা শ্রমিকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা তাদের ডানিডা অংশের কার্যক্রম স্থগিত রাখে।

২৩.১২ জিওবি অর্থায়নের কাজসমূহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নির্দেশনামতে বাস্তবায়ন সহজসাধ্য নয়।

২৩.১৩ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সুপারিশকৃত এলসিএস মহিলাদের মজুরী প্রদান bKash অথবা Individual Account এ প্রদানে জটিলতা আছে।

২৩.১৪ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা প্রকল্প কাজে সহযোগীতার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্প কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ/কর্তৃত্বের প্রবণতা থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

২৩.১৫ LCS এর মাধ্যমে এলজিইডি'র রেট সিডিউল মতে সমদরে কাজ করতে হয়। কিন্তু বাজার মূল্যের চেয়ে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পেলে সমদরে কাজ বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দেয়। কাজ স্থগিত থাকে।

২৩.১৬ দাতা সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত TA কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতিতে জিওবি অর্থায়নে এ ধরণের এলসিএস দ্বারা নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন সহজসাধ্য নয়।

২৩.১৭ প্রকল্পের আওতায় বিশাল অংকের কাজ শুধুমাত্র এলসিএস দ্বারা বাস্তবায়ন সহজসাধ্য ও বাস্তবসম্মত নয়।

২৪.০ সার্বিক পর্যবেক্ষণঃ

২৪.১ বর্ণিত প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১৮.৪৮ কোটি টাকা। প্রকল্পটি জিওবি ও ডানিডা অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এপ্রিল, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১০৭০.৯৯ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ২৬.৪৬(%)। প্রকল্পটি আগামী ডিসেম্বর, ২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ২৬.৪৬% হলেও ভৌত অগ্রগতি ৩১% মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। প্রকল্পের বাস্তবায়ন পদ্ধতি সংশোধন করা হলে পরবর্তী বছর থেকে প্রকল্পের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে;

২৪.২ স্কীমের কাজ পরিদর্শণকালে সড়কের দুই পার্শ্বের জমির মূল্য না দেয়ায় স্থানীয় জমির মালিকগন আপত্তি উত্থাপন করেছেন এবং জমির মূল্য দাবী করেছেন। লক্ষ্য করা গেছে যে, গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের ফলে জমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া সড়কের উন্নয়নে দু'পার্শ্বে বসত/ঘরবাড়ী অপসারণের প্রয়োজন হওয়ায় অনেক গাছ-পালা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

২৪.৩ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলাপ আলোচনা এবং প্রকল্পের ডিপিপি ও অন্যান্য দলিলাদি পর্যবেক্ষনান্তে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি পরামর্শদাতা (টিএ) এর উপর নির্ভরশীল। প্রকল্পটির জিওবি ও ডানিডা সাহায্যপুষ্ট মোট ব্যয় ৪১৮.৪৮ কোটি টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৩১৫.৬৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য (ডানিডা) ১০২.৬৫ কোটি টাকা। প্রকল্প সাহায্যের উক্ত ১০২.৬৩ কোটি টাকার মধ্যে ৯০.১৬ কোটি টাকা প্রকল্পের ১৫৪ জন পরামর্শদাতার (Technical Assistance) বেতন-ভাতা ও আনুষাঙ্গিক কাজে ব্যয় হচ্ছে। শুধু মাত্র ১২.৪৯ কোটি

টাকা পূর্ত কাজে ব্যয় হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের দাতাসংস্থার অর্থায়নের ৮৮% পরামর্শকদের জন্য ব্যয় হচ্ছে। ফলে ভৌত কাজের পরিবর্তে দাতাসংস্থার প্রায় সমুদয় অর্থই পরামর্শকদের জন্য ব্যয় হচ্ছে, যাহা আদৌ বাস্তব সম্মত নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, দাতাসংস্থার অর্থায়নে বর্ণিত ১০২.৬৩ কোটি টাকার মধ্যে ৯০.১৬ কোটি টাকা দাতাসংস্থা নিজেই তার পরামর্শকদের জন্য সরাসরি খরচ করছে এবং অবশিষ্ট ভৌত কাজের ১২.৪৯ কোটি টাকা দাতাসংস্থা এবং এলজিইডি যৌথভাবে খরচ করছে। প্রকল্পটির ডানিডা অংশের অর্থায়নের জন্য এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ডানিডা কর্তৃক প্রকল্পে বরাদ্দ ১০২.৮৫ কোটি টাকার মধ্যে মোট ব্যয় হয়েছে ৩১.৬৮ কোটি টাকা। যার মধ্যে পূর্ত কাজে ব্যয় হয়েছে ২.৯১ কোটি টাকা (৯.২০%) এবং ১৫৪ জন TA কর্মকর্তার বেতন-ভাতা ও আনুষাঙ্গিক খাতে ব্যয় হয়েছে ২৮.৭৬ কোটি টাকা (৯০.৮০%)। পর্যালোচনায় দেখা যায় ডানিডা কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থের অধিকাংশই বেতন-ভাতা ও আনুষাঙ্গিক খাতে ব্যয় হয়েছে, যা পশ্নবিদ্ধ।

২৪.৪ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ এলসিএস (Labor Contracting Society) দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এক্ষেত্রে পুরুষ/মহিলা শ্রমিক (৮০:২০) আনুপাতিক হার নির্ধারিত আছে মর্মে প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে (সিএমএম) উল্লেখ আছে। সেমতে যে সকল কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে/বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং সেমতে Construction Management Manual (CMM) অনুযায়ী মহিলা/পুরুষ ৮০:২০ আনুপাতিক হারে নিয়োজিত লক্ষ্য করা গেছে। তবে গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়ন এবং গার্মেন্টস শিল্পের প্রসারকল্পে মহিলাদের নিয়োগ এবং শুষ্ক কাজের মৌসুমে মহিলাদের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণের জন্য পূর্বের ন্যায় এখন আর মহিলা শ্রমিক পাওয়া যায় না মর্মে স্থানীয়ভাবে জানা যায়। এজন্য মহিলা:পুরুষ আনুপাতিক হার নমণীয় করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে ৮০:২০ নির্ধারিত রেখে যেখানে সম্ভব না সেখানে বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নির্দেশনা দিতে পারেন।

২৪.৫ প্রকল্পের আওতায় ভারী কাজ যেমন: পুকুর/খাল খনন, কার্পেটিং এর কাজ, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি কাজ মহিলাদের দিয়ে বাস্তবায়ন করা কষ্টসাধ্য। এগুলো Small Machinery দিয়ে বাস্তবায়ন করা উত্তম। তবে স্কীম বাস্তবায়নে Machinery এখনও ব্যবহৃত হয়নি।

২৪.৬ কিছু সংখ্যক নির্মিত মাটির সড়ক অতিবৃষ্টির কারণে রেইনকাট হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। উক্ত সড়ক ব্যবহার উপযোগী রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং দীর্ঘস্থায়ীকরণের জন্য পাঁকা করা যেতে পারে।

২৪.৭ কোন কোন সড়কের পাশে পুকুর, খাল, ডোবা বা অন্যান্য জলাশয় থাকায় সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি ও টেকসইকরণের লক্ষ্যে প্যালাসাইডিং বা রক্ষাপ্রদ কাজ করা প্রয়োজন;

২৪.৮ প্রকল্প এলাকা খাল/নদী বেষ্টিত হওয়ায় রাস্তার স্থায়িত্বের জন্য স্লোব অংশে ঘাসের পরিবর্তে গাইডওয়াল, প্যালাসাইডিং, সিসিব্লক ইত্যাদি প্রটেকশন ওর্য়াক করা প্রয়োজন।

২৪.৯ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় নির্মিত সড়কের পার্শ্বে সামাজিক বনায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২৪.১০ আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে খননের জন্য নির্বাচিত খালগুলি জলাবদ্ধতা রোধ, পানি নিস্কাশন তথা পার্শ্ববর্তী ফসলি আবাদি জমিতে সেচ কাজের জন্য ব্যবহার উপযোগী করা প্রয়োজন।

২৪.১১ সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে End to End Connectivity এর দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। খালের পার্শ্বে নির্মিত সড়কের স্থায়ীত্বের স্বার্থে দ্রুত Slope Protection কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২৪.১২ প্রকল্প কাজ পরিদর্শনকালে বয়স্ক এবং শারিরিকভাবে অসুস্থ মহিলা শ্রমিকদের কাজ করতে দেখা গেছে, যা অত্যন্ত অমানবিক ও কাম্য নয়।

২৪.১৩ প্রকল্পের আওতায় ১০২টি পুকুর খনন ও ১৮৩ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন ছাড়াও কার্পেটিং, কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি ভারী কাজ আছে, যাহা মহিলাদের দিয়ে বাস্তবায়ন করা বাস্তবসম্মত নয়। এসকল ভারী কাজগুলো DPP অনুযায়ী ঠিকাদারদের দিয়ে বাস্তবায়ন করাই উত্তম। শারিরিকভাবে সক্ষম এমন সহজসাধ্য কাজ গুলো যেমন: সড়কে মাটির কাজ, গাছ লাগানো, সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ ও ঘাস লাগানো ইত্যাদি মহিলাদের দিয়ে করানো যায়।

২৪.১৪ মাঠ পর্যায়ে যে সকল স্কীমের অনুমোদন দেয়া হয়েছে, তবে বাস্তবায়ন কাজ স্থগিত আছে, সে সকল কাজ আগামী শুষ্ক মৌসুমে শুরু ও শেষ করা প্রয়োজন। অনুমোদিত স্কীমসমূহের কিছু কিছু কাজ TA ব্যবস্থাপনায় স্থগিত করার জন্য স্থানীয় জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া কাজের সাথে জড়িত LCS সদস্যগণও হতাশাগ্রস্ত।

২৪.১৫ প্রকল্পটির কাজ গুণগতমান বজায় রেখে পরিমাপমত বাস্তবায়িত হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোন ধরণের অনিয়ম/অস্বচ্ছতা লক্ষ্য করা যায়নি।

২৪.১৬ এলসিএস দ্বারা স্কীম বাস্তবায়নের কাজে এলসিএস সদস্যগণ নির্ধারিত হারে মজুরী পাচ্ছেন এবং তাদের কাজের লভ্যাংশে অন্য কোন মধ্যস্বত্বভোগী তৃতীয় পক্ষ নাই বলে তাদের কাছ থেকে জানা গেছে।

২৪.১৭ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জিওবি'র পক্ষে প্রকল্প পরিচালক এবং দাতাসংস্থার পক্ষে Senior Advisor যৌথভাবে তাদের স্ব-স্ব কারিগরি কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় যথাযথভাবে Construction Management Manual (CMM) অনুসরণ করে স্কীম অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করছেন। এছাড়া প্রতিটি স্কীমের জন্য সংস্থা প্রধান হিসেবে প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদন নেয়া হয়েছে। এজন্য প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা আছে।

২৪.১৮ প্রান্তিক চাষীরা যাতে তাদের কৃষিজাত পণ্য সহজে বাজারজাতকরণ পূর্বক ন্যায্য মজুরী পেতে পারে সে লক্ষ্যে এ ধরণের গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ অব্যহত রাখা আবশ্যক; এবং

২৪.১৯ LCS মহিলারা যাতে তাদের মজুরী সাপ্তাহিক/পাক্ষিক ভিত্তিতে না পেয়ে দৈনন্দিন ভিত্তিতে পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এলসিএস সদস্যদের মজুরী bKash অথবা Individual Bank Account এর মাধ্যমে পরিশোধে ব্যয়বহুল, কষ্টসাধ্য এবং জটিলতাপূর্ণ। এপদ্ধতিতে এলসিএস কর্মীদের অনাগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে।

২৪.২০ কিছু কিছু এলসিএস কাজের শ্রমিক মজুরী প্রদান অপেক্ষমান। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সুপারিশমতে bKash অথবা Individual Account এ শ্রমিক মজুরী প্রদান জটিলতার জন্য এ ধরণের মজুরী প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। তবে যেখানে Individual Account করা সম্ভব নয় সেখানে LCS সভাপাতি ও সেক্রেটারীর Account এর মাধ্যমে মজুরী প্রদান করা যেতে পারে।

২৪.২১ চলমান কাজের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়ন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোন ধরণের নতুন কাজ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে গৃহীত হচ্ছে না। শুধু অসমাপ্ত কর্মকান্ডসমূহ সমাপ্ত করা হচ্ছে।

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআইপি
এলজিইডি সদর দপ্তর

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
গ্রামীণ অবকাঠামো বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪.২২ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে এলজিইডি'র কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধি, ডানিডার টিএ কর্মকর্তা এবং এলসিএস গ্রুপ মেম্বারদের সাথে আলোচনাকালে জানা যায় যে, মহিলা এবং পুরুষের আনুপাতিক হারে (৮০:২০) প্রয়োজনীয় মহিলা শ্রমিক প্রাপ্তিতে স্বল্পতা এবং ভারী কাজ (খাল ও পুকুর খনন, পাঁকা কাজ ইত্যাদি) মহিলাদেরকে দিয়ে বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ায় পুরুষের অন্তর্ভূক্তি এবং প্রকল্পের শুরুতে কিছু কিছু কাজের বাস্তবায়নের পদ্ধতিগত সমস্যা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রকল্প কাজের সহযোগীতাকে প্রভাব বিস্তার ও অনিয়ম/দূর্নীতি মনে করে আগষ্ট/২০১৮ হতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা তাদের অর্থায়ন ও কর্মকান্ড বন্ধ রাখার এবং জুন/২০১৯ পর্যন্ত শুধু মাত্র চলমান কাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিষয়টি সম্পর্কে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় (এলজিডি) এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) অবহিত আছেন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের তদন্ত এবং আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে প্রকল্পের কাজে কোন ধরণের অনিয়ম/দূর্নীতি হয়নি সংক্রান্ত বিষয়টি ইআরডি হতে দাতা সংস্থা (ডানিডা/ইওডি) কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে প্রকল্প কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে দাতা সংস্থা হতে কোন উত্তর আসেনি।

২৪.২৩ প্রকল্পের প্রারম্ভে কাজ বাস্তবায়নে পদ্ধতিগত সমস্যা এবং মহিলাদের পরিবর্তে পুরুষ অন্তর্ভূক্তি এবং জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রভাব জনিত অভিযোগের বিষয়টি পরবর্তীতে দাতা সংস্থা অনুধাবন করে সমঝোতার মাধ্যমে শোভণীয়ভাবে প্রকল্পে তাদের অর্থায়ন ও কাজ শেষ করে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার মনোভাব ব্যক্ত করে।

২৪.২৪ প্রকল্প পরিচালক এবং এলজিইডি'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সহিত মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, প্রকল্পে শুরুতে কিছু কিছু কাজ বাস্তবায়নে পদ্ধতিগত সমস্যা এবং ভারী কাজে মহিলা শ্রমিকের পরিবর্তে পুরুষ শ্রমিক নিয়োগ করে কাজ করাকে দাতা সংস্থা তাদের দৃষ্টিতে ইহাকে দূর্নীতি হিসাবে উল্লেখ করেছে। তবে এ বিষয়ে ERD প্রতিনিধির সহিত আলোচনা হলে জানা যায় যে, দাতা সংস্থার অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ ২(দুই) বার এ বিষয়ে তদন্ত করেছে এবং কোন আর্থিক অনিয়ম বা দূর্নীতি লক্ষ্য করেনি। এছাড়া IMED কর্তৃক প্রকল্পের কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদনেও কোন আর্থিক অনিয়ম লক্ষ্য করেনি।

২৪.২৫ প্রকল্পটির স্কীম বাছাই ও গ্রহণ মাঠ পর্যায়ের সুফলভোগী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের (ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বর) সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি (CMM) অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি স্কীম উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সুপারিশের মাধ্যমে প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি এর পূর্বানুমোদন নিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনায় কোন ধরণের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়নি।

২৪.২৬ পর্যালোচনা সার্বিকভাবে বিচার বিশ্লেষণে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন আর্থিক অনিয়ম অথবা দূর্নীতির তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে স্কীম গ্রহণ ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় কোন ঘাটতি/অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়নি। এছাড়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/তৃতীয় পক্ষ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার কোন প্রমাণাদি পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে দাতা সংস্থা কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগের সত্যতা মেলেনি।

২৪.২৭ প্রকল্প কাজের জন্য FAPAD কর্তৃক অডিট হয়েছে এবং অধিকাংশ আপত্তি ইতিমধ্যে নিস্পত্তি হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক তাদের নিয়োজিত ফার্ম S. F. Ahmed & Co. কর্তৃক অডিট/তদন্ত সম্পাদন করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রকল্পের জিওবি কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করা হয়নি এবং তাদের মতামত নেয়া হয়নি। তবে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সকল অডিট ও অন্যান্য সকল আপত্তিসমূহ নিস্পত্তির জন্য যথাযথভাবে উত্তর দিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট করা হয়েছে।

২৪.২৮ ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে মাঠ পর্যায়ে এলসিএস কর্মীদের প্রাপ্যতা/প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই পূর্বক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার জনবল (টিএ স্টাফ) এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ব্যয় (Over Head) যথাযথভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রকল্প গ্রহণ সমীচীন হবে।

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক

২৫.০ **কমিটির সুপারিশঃ**

২৫.১ প্রকল্পের সকল কার্যক্রম নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক নিয়মিত প্রকল্প এলাকার কাজ সরেজমিন পরিদর্শনসহ একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করতে হবে;

২৫.২ প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধনকালে ভবিষ্যতে প্রকল্পের রাস্তা উন্নয়ন সংক্রান্ত স্কীম অন্তর্ভুক্তকরণের সময় রাস্তা আংশিকভাবে না ধরে সম্পূর্ণ রাস্তার উন্নয়ন কার্যক্রম Participatory Rural Appraisal (PRA) তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে কাজ বাস্তবায়নে জিওবি অংশে অতিরিক্ত কারিগরী জনবল প্রয়োজন হতে পারে।

২৫.৩ প্রকল্পের আওতায় কিছু সড়ক আংশিকভাবে নির্মিত হওয়ায় সড়ক ব্যবহারকারী জনসাধারণ এর প্রকৃত সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের স্বার্থে সড়কসমূহের অসম্পূর্ণ অংশ উন্নয়ন করে কানেক্টিভিটি স্থাপন করার জন্য প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া, ইতোপূর্বে নির্মিত সড়কগুলো রাজস্ব বাজেটের আওতায় বা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দ্রুত পুনর্বাসন/মেরামত করা যেতে পারে;

২৫.৪ সড়কের দু'পাশে যেখানে জমি নীচু অথবা যেখানে পুকুর/খাল বা জলাশয় রয়েছে .সেখানে রক্ষাপ্রদ দেয়াল/প্যালাসাইডিং/গাইড ওয়াল দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে;

২৫.৫ সড়ক নির্মাণ/সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জমির Top Soil ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে এক্ষেত্রে Top Soil পুনঃস্থাপনের খরচ প্রাক্কলনে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

২৫.৫ বর্তমানে গ্রামীণ সড়কগুলোতে যানবাহন চলাচল বেড়ে যাওয়ায় ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতিত জমির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়কগুলোর রোড ডিজাইন পরিবর্তন করে যথাক্রমে ১৮ ফুট ও ১২ ফুট প্রশস্ততায় নির্মাণ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। সেই সাথে কোন সড়কই যাতে ১০ ফুট এর কম প্রশস্ততায় নির্মাণ করা না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

২৫.৬ পল্লী সড়কগুলোকে শক্তিশালী করে ভারী যানবাহন চলাচলের উপযোগী না করা পর্যন্ত সে সব সড়কে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিগণের সহযোগিতা নিয়ে ভারী যানবাহন প্রবেশ সীমিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

২৫.৭ একই ক্যাটাগরির সড়কের জন্য সাধারণ (Common) একটি ডিজাইন না করে সড়কের ভৌগোলিক অবস্থা (দেশের দক্ষিণাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, পাহাড়ী এলাকা, হাওর এলাকা জন্য পৃথক ডিজাইন), মাটির প্রকৃতি, যানবাহনের প্রকৃতি ও পরিমাণ, স্লোপ, বৃষ্টির পরিমাণ, সড়কের পাশে জলাশয়ের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে Case-by-case/অঞ্চলভিত্তিক সড়কের ডিজাইন করা প্রয়োজন;

২৫.৮ সড়কের পাড় ভেঙে যাওয়া রোধ এবং সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে সড়কের উভয় পাশে কমপক্ষে ৩ ফুট করে সোল্ডার রাখার পাশাপাশি বালু পরিহার করে পর্যাপ্ত মাটি দেয়া নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া, যানবাহন ক্রসিং এর জন্য সড়কের একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর যানবাহন-বে স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

২৫.৯ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক রাস্তার পাশের জলাশয়ের মালিকগণ যাতে নিজ উদ্যোগে পাড় সংরক্ষণ করেন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
গ্রামীণ সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫.১০ সড়কের বাজার/লঞ্চঘাট অংশে বা যে সব অংশে পানি জমে থাকে সে সব অংশে বিটুমিনাস কার্পেটিং এর পরিবর্তে আরসিসি সড়ক নির্মাণ করা যেতে পারে এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নত করা প্রয়োজন;

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
আরআইপি
ঢাকা।

-৪৫-

২৫.১১ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সড়কগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে আবর্তক ব্যয়ের আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ খাতের বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

২৫.১২ নির্মিত সড়কগুলোর ছোট-খাট সমস্যা মোবাইল মেইনটেনেন্স এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করার লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে মোবাইল মেইনটেনেন্স এর সুবিধা বৃদ্ধি এবং এ খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

২৫.১৩ সড়ক নির্মাণের গুণগতমান নিশ্চিত করার পাশাপাশি দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং সড়কে সাইনেজ/মার্কিং এবং সড়কের উন্নয়নের জন্য অন্যান্য কারিগরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

২৫.১৪ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে ভৌত কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী/উপজেলা প্রকৌশলী রুটিনভিত্তিক/নিয়মিত প্রতিটি স্কীমের কাজ নিবিড় মনিটরিং করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;

২৫.১৫ স্কীম বাস্তবায়নের চুক্তিকৃত মেয়াদের মধ্যে এলসিএস সদস্যগণ যথাসময়ে কাজ শুরু এবং সমাপ্তির লক্ষ্যে যথাযথ তাগিদ এবং মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারের লক্ষ্যে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

২৫.১৬ মাঠ পর্যায়ে কাজের গুণগত মান অধিকতর নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত পোর্টেবল কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইকুপমেন্ট যেমন, Dynamic Cone Penetrometer (DCP), Smooth Hammer, Sieve, Laser Thermometer ইত্যাদি প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া, সুপারভিশন যানবাহন প্রদান করা যেতে পারে;

২৫.১৭ প্রকল্পটির কাজ যথাযথ বাস্তবায়নে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত PIC/PSC এর সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে পালন করা যেতে পারে।

২৫.১৮ ডানিডা কর্তৃক প্রকল্প সাহায্যের ১০২.৬৩ কোটি টাকার মধ্যে ৯০.১৬ কোটি টাকা প্রকল্পের ১৫৪ জন পরামর্শদাতার (Technical Assistance) বেতন-ভাতা ও আনুষাঙ্গিক কাজে ব্যয় হবে। শুধু মাত্র ১২.৪৯ কোটি টাকা পূর্ত কাজে ব্যয় হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের দাতাসংস্থার অর্থায়নের ৮৮% পরামর্শকদের জন্য ব্যয় হচ্ছে। সেজন্য ভবিষ্যতে দাতাসংস্থার অর্থায়নে এধরণের অধিক ব্যয়বহুল পরামর্শক নির্ভর প্রকল্প গ্রহণ পরিহার করতে হবে।

২৫.১৯ আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধা ভোগীরাই Paricipatory Rural Appraisal (PRA) প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে স্কীম নির্মাণ করে থাকে এবং দুঃস্থ LCS সদস্যগণই নির্মিত সড়ক ব্যবহারের মাধ্যমে সুবিধা ভোগ করে থাকে। এ প্রকল্পে LCS মহিলা ও পুরুষের আনুপাতিক হার ৮০:২০ বিদ্যমান এবং সে অনুযায়ী মাঠ পর্য্যায়ে যথাযথভাবে কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাস্তবে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি এবং গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ হওয়ায় গ্রাম অঞ্চলে অনেক জায়গায়ই মহিলা শ্রমিক অপর্যাপ্ত বিধায় মহিলা-পুরুষের আনুপাতিক হার ক্ষেত্র বিশেষে সমন্বয় করা যেতে পারে। যেখানে ৮০:২০ অনুপাত অনুসরণ করা যাবে না, সেখানে প্রকল্প পরিচালকের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা গ্রহণ করতে হবে।

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫.২০ প্রকল্পের LCS বাস্তবায়ন কাজ গতিশীল ও সহজসাধ্য করার জন্য Small Machinery ব্যবহার করা যেতে পারে।

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক

২৫.২১ অতিবৃষ্টির কারণে রেইনকাট হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মাটির সড়কসমূহ ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে পাঁকাকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২৫.২২ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় নির্মিত সড়কের পার্শ্বে সামাজিক বনায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২৫.২৩ আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে খননের জন্য নির্বাচিত খালগুলি জলাবদ্ধতা রোধে দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং খালগুলি যাতে সেচ কাজের জন্য ব্যবহার উপযোগী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২৫.২৪ প্রান্তিক চাষীরা যাতে তাদের কৃষিজাত পণ্য সহজে বাজারজাতকরণপূর্বক ন্যায্য মজুরী পেতে পারে সে লক্ষ্যে এ ধরণের গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ অব্যহত রাখা যেতে পারে। সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে End to End Connectivity এর দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মাটির কাজগুলো পর্য্যায়ক্রমে পাকা করার ব্যবস্থা নিতে হবে। খালের পার্শ্বে নির্মিত সড়কের স্থায়ীত্বের স্বার্থে দ্রুত Slope Protection নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২৫.২৫ প্রকল্পে মহিলা শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়স এবং শারিরিকভাবে সক্ষম কিনা তা যাচাই করে নিতে হবে। বয়স্ক/অসুস্থ মহিলা শ্রমিককে কাজে নিয়োগ না করাই শ্রেয় হবে।

২৫.২৬ দাতা সংস্থার অভিযোগের আলোকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদন, IMED'র পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং প্রকল্পের মূল্যায়ন ও মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে কোন ধরণের অনিয়ম/অস্বচ্ছতার প্রমাণাদি পাওয়া যায়নি।

২৫.২৭ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন অংঙ্গের ভারী কাজগুলো দুঃস্থ মহিলাদের দ্বারা বাস্তবায়ন বাস্তবসম্মত নয়। কারণ দুঃস্থ মহিলারা শারিরিকভাবে দুর্বল এবং এধরণের ভারী কাজ (খাল খনন, পুকুর খনন, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, ঘাটলা নির্মাণ, কার্পেটিং ইত্যাদি) মহিলাদের দিয়ে করায় তাদেরকে শারিরিক ও মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে হয়। সেক্ষেত্রে মহিলাদের দ্বারা এধরনের ভারী কাজ বাস্তবায়ন পরিহার করা যায় এবং এজন্য DPP সংশোধনপূর্বক এর গাইডলাইন অনুসরণ করে উপরোক্ত ভারী কাজগুলো ঠিকাদার দিয়ে বাস্তবায়ন করা যায়। মহিলা শ্রমিকদের জন্য সহজে বাস্তবায়নযোগ্য কাজ যেমন: সড়কে মাটির কাজ, গাছ লাগানো, সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ ও ঘাস লাগানো ইত্যাদি সহজসাধ্য কাজগুলো বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দেয়া যায়।

২৫.২৮ মাঠ পর্যায়ে যে সকল স্কীমের অনুমোদন দেয়া হয়েছে অথচ বাস্তবায়ন স্থগিত আছে, সেগুলো শুরু এবং সমাপ্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। যে সকল কাজের এলসিএস মহিলাদের বিল প্রদান করা হয়নি। তা দ্রুত পরিশোধ করতে হবে।

২৫.২৯ প্রকল্পের মনিটরিং ব্যবস্থা আধুনিকিকরণ দরকার, এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

২৫.৩০ এলসিএস কাজের বাস্তবায়ন পদ্ধতি এলজিইডি'র আওতায় অন্যান্য প্রকল্পের সহিত সমন্বয় করে বাস্তবায়ন করতে হবে। bKash অথবা Individual Account এর মাধ্যমে এলসিএস মহিলাদের মজুরী প্রদানে জটিলতা থাকায় তার পরিবর্তে প্রচলিত সহজতর পদ্ধতি, প্রকল্পের ডিপিপি ও Construction Management Manual (CMM) এর নির্দেশিত পদ্ধতি (এলসিএস সভাপতি/সেক্রেটারীর যৌথ একাউন্টের মাধ্যমে) অবলম্বন করাই শ্রেয়। যেখানে Individual Account করা কষ্টসাধ্য/সম্ভব না সেখানে LCS সভাপতি ও সেক্রেটারীর Account এর মাধ্যমে মজুরী পরিশোধ করা যেতে পারে।

২৫.৩১ প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ, স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রকল্প এলাকার দুঃস্থ/হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হওয়ায় জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পটির কর্মকান্ড চালু রাখা যায় এবং এক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

মোঃ আব্দুল জব্বার
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ও
কমিটির সদস্য-সচিব

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ও
কমিটির সদস্য

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
জলবায়ূ সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো-শীর্ষক প্রকল্প
ও
কমিটির সদস্য

নিখিল কুমার দাস
উপ-প্রধান
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ও
কমিটির সদস্য

মোঃ আনোয়ার উদ্দিন
উপ-প্রধান
কার্যক্রম বিভাগ
ও
কমিটির সদস্য

মোঃ আব্দুর রউফ, উপ-প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ও
কমিটির সদস্য

আলিফ রুদাবা
উপ-প্রধান
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (নরডিক শাখা)
ও
কমিটির সদস্য

মোঃ মতিয়ার রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও সাবেক প্রকল্প পরিচালক, এলজিইডি
ও
কমিটির সদস্য

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
মহা-পরিচালক
বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ও
কমিটির সদস্য

মোঃ মনজুরুল আনোয়ার
যুগ্ম-প্রধান
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ও
কমিটির সদস্য

প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী
প্রধান
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ও
কমিটির আহবায়ক

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাস্তবায়নাধীন পূর্ত কাজের টাইপ ডিজাইন

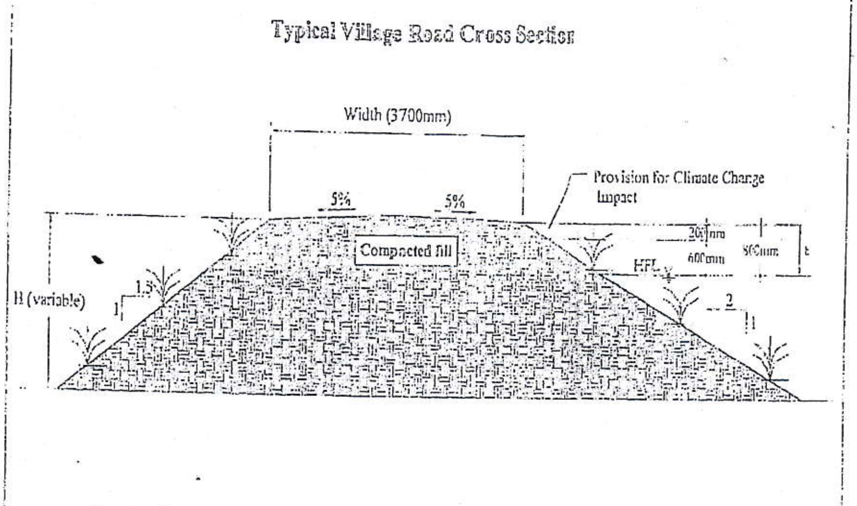

Note: h = 600mm when the road is inside the Polder & h = 800mm when the road is outside the Polder

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আনিসুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

সংযোজনী- ০২

বাস্তবায়নাধীন পূর্ত কাজের টাইপ ডিজাইন

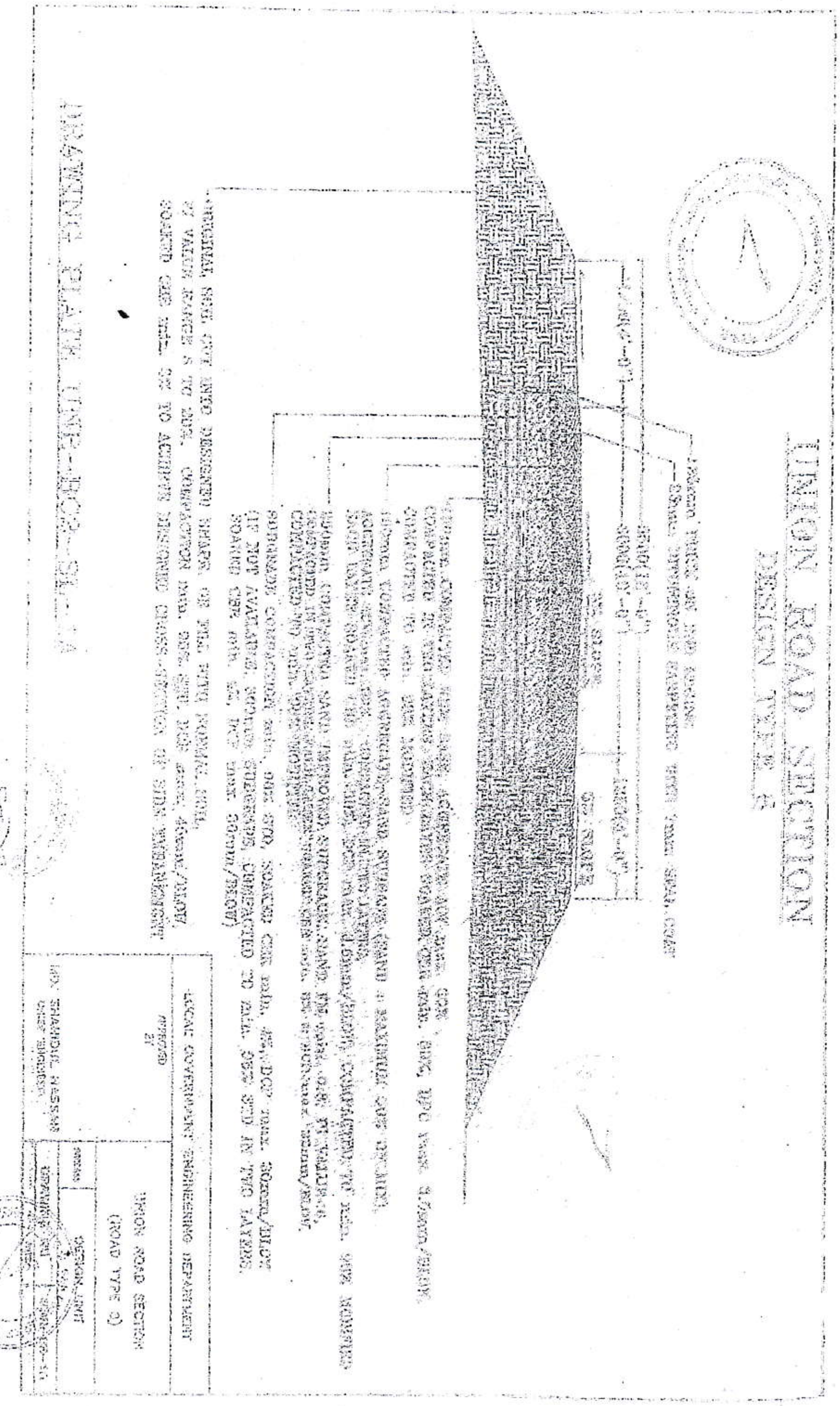

মোঃ আমিনুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইডি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাস্তবায়নাধীন পুর্ত কাজের টাইপ ডিজাইন

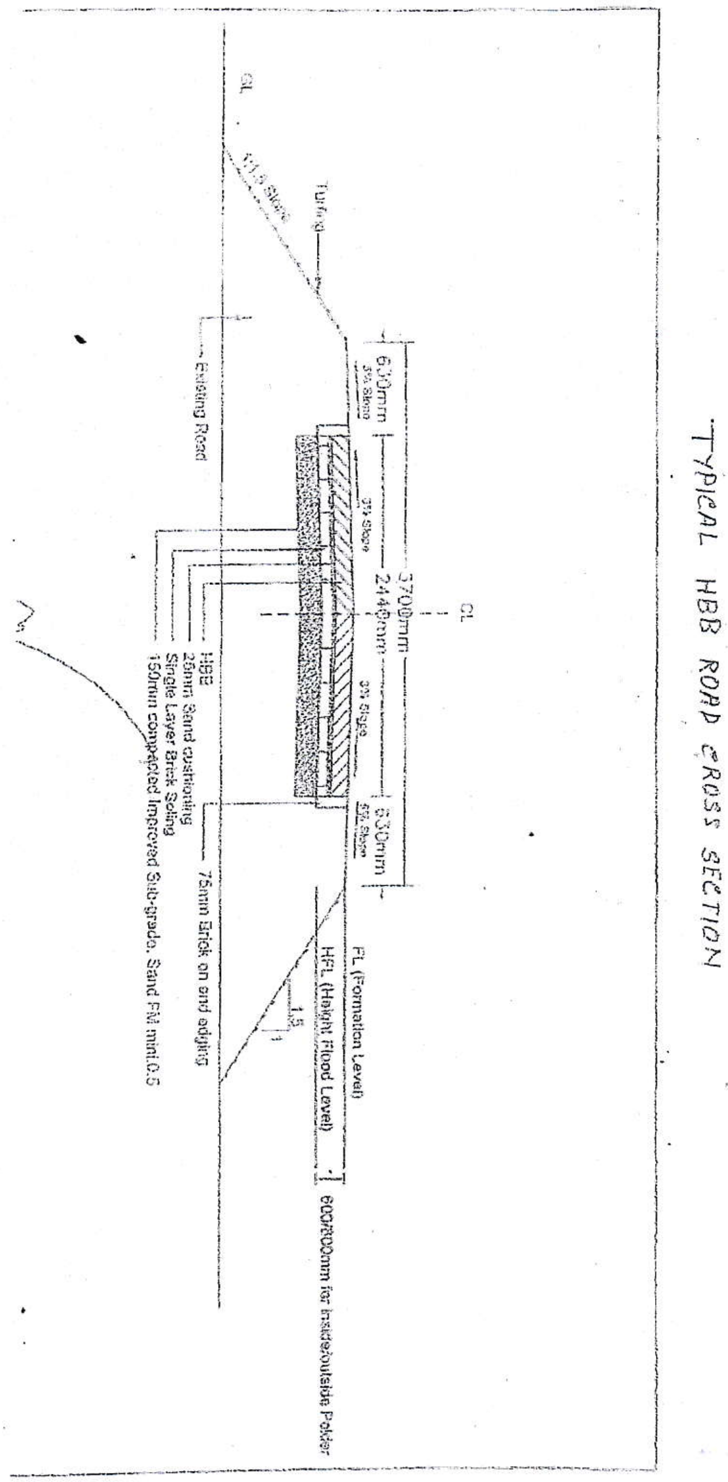

মোঃ আমিনুল ওহাব খান
প্রকল্প পরিচালক
সিআরআরআইপি
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
গ্রামীণ সড়ক বিভাগ

জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (CRRIP)

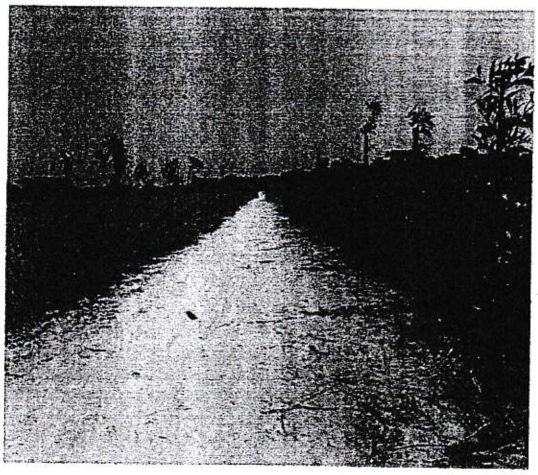

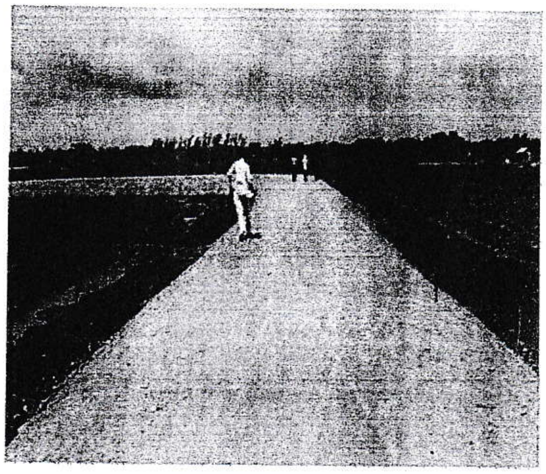

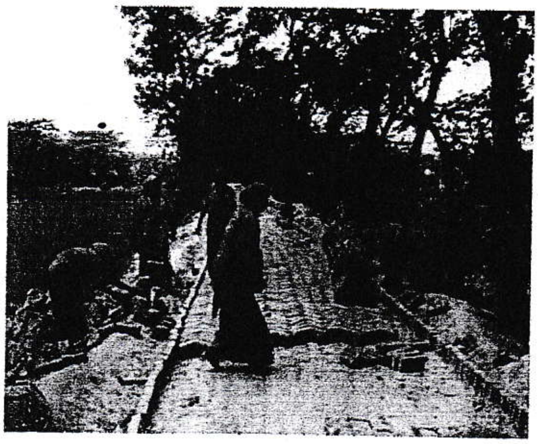

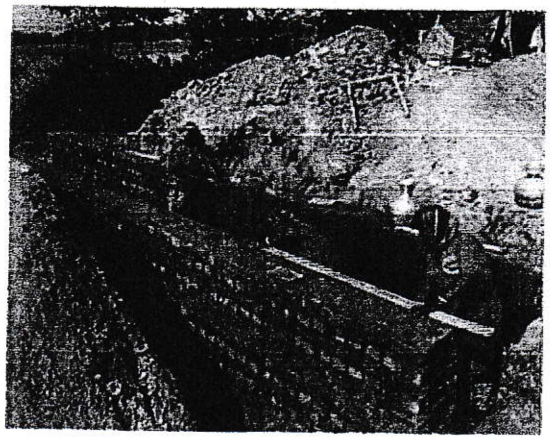

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত/চলমান কাজ।

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার